ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 February 2022 ■ আগরতলা ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২০ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য

বিজেপি নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বাজেটের ব্যাখা দিলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। বিশ্বজুড়ে পরিবর্তন আসবে অনেক, ভারতেরও অসীম গুরুত্ব বাড়বে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে বিজেপি কর্মী ও নেতাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতের প্রতি বিশ্বের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তালমিলিয়ে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে দেশকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত অপরিহার্য।' মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বুধবার বাজেটের ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেটের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সময়োপযোগী পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমি আজ বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিতেও ফোকাস করার চেষ্টা

করব।'

ভার্চুয়ালি বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'করোনা অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে গোটা দেশ। এবার আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। করোনাকালেও ভারতের অর্থনীতি আরও মজবুত হয়েছে। গত ৭ বছরে ভারতের রফতানি বেড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ অনেক গুণ বেড়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বজুড়ে অনেক পরিবর্তন আসবে, ভারতের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে।' তিনি আরও বলেন, এবারের বাজেট অর্থনীতিকে আরও গতি দেবে। গরিবদের কথা মাথায় রেখে এবারের বাজেট। ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছানোর লক্ষ্যে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছি আমরা।

গরিবদের জন্য ৮০ লক্ষ বাড়ি তৈরি হবে। অধিকাংশ বাড়িই মহিলাদের নামে নথিভুক্ত। কারণ, নারীদের আত্মনির্ভর করাই আমাদের লক্ষ্য। স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের ঘোষণা হয়েছে। মোদী আরও বলেন, গোটা বিশ্ব ভারতকে আরও শক্তিশালী দেখতে চায়। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে উন্নয়নে জোর দিতে হবে। সেখানে এনসিসি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। পড়ুয়াদের এনসিসি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ভারতের কৃষিকেও আধুনিক করতে হবে। কিষাণ রেলের সুবিধা পেয়েছেন কৃষকরা। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল কেনায় আমরা রেকর্ড গড়েছি। ছোট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোয়া, মণিপুর, পাঞ্জাব, উত্তরাখন্ড এবং উত্তর প্রদেশ নির্বাচনের জন্য নিযুক্ত স্পেশাল অবজারভারদের নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বৈঠক। ছবি -পিআইবি।

বাজেট অধিবেশন ১৭ মার্চ থেকে শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আগামী ১৭ মার্চ থেকে শুরু হবে। প্রথা মেনে ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনা হবে রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে। সূত্রের খবর, বাজেট অধিবেশনে ল ইউনিভার্সিটি বিল সহ বেশ কয়েকটি বিল আনবে ত্রিপুরা সরকার।

ত্রিপুরা বিধানসভার সচিবালয় থেকে জানা গেছে, আগামী ১৭ মার্চ থেকে দ্বাদশ ত্রিপুরা বিধানসভার একাদশতম অধিবেশন শুরু হবে। ভারতীয় সংবিধানের ১৭৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য এই অধিবেশন আহ্বান করেছেন। ওই অধিবেশনে ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট পেশ করবেন।

যান দুর্ঘটনায় খাদ্যমন্ত্রীর দেহরক্ষী প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা টিএসআর জওয়ান রাজেন্দ্র দেববর্মার। তাঁর বাড়ি মান্দাই এলাকায়।

অন্যান্য দিনের মতো গতকাল রাতে ডিউটি শেষ করে বাইকে করে মন্ত্রীর সরকারী আবাসন থেকে তিন-চারজন রাজেন্দ্র দেববর্মার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। একটি দ্রুতগামী গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। গাড়ির ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হন রাজেন্দ্র দেববর্মা। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজনরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত জনকে উদ্ধার করে প্রথমে রাণীরবাজার হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় মৃত্যু বাড়ছে রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন ৮ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। দীর্ঘ দিন বাদে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ত্রিপুরায় দুই শতাংশের নীচে নেমেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষা বেড়েছে, কিন্তু সংক্রমণ অনেকটা কমেছে। তাতর্য্যপূর্ণ বিষয় হল, সক্রিয় রোগীর সংখ্যা তিন হাজারের নীচে নেমেছে। তবে, মৃত্যু ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ফলে, করোনার তৃতীয় ঢেউ আপাতত শান্তি দিচ্ছে না।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৫৩৭ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩৯৮৫ জনকে নিয়ে মোট ৪৫২২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১৩ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৭৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৯০ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষা বাড়লেও সংক্রমিতের সংখ্যা অনেকটা কমেছে। তেমনি দৈনিক সংক্রমণের হার অনেকটা কমে হয়েছে ১.৯৯ শতাংশ। গতকাল ৪১৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১৪৩ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৩.৪১ শতাংশ। মৃত্যু হয়েছিল ৬ জনের।

এদিকে, সুস্থতা অনেকটাই স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৯৮ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২৮০৯ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০০৪৫৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯৬৬৬৭ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.২৭ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৩.২৯ শতাংশ। এদিকে ০.৯১ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় আট জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৯১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। তবে, সংক্রমণের সংখ্যা অনেকটা কমেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২৮ জন, উত্তর জেলায় ৭ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৭ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৬ জন, ধলাই জেলায় ৯ জন, ঊনকোটি জেলায় ১৫ জন এবং গোমতি জেলায় ৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। খোয়াই জেলায় এক জনও করোনা সংক্রমিত হয়নি।

আমতলীতে পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। আমতলী থানা এলাকা থেকে গত পাচঁ দিন ধরে এক কিশোরী নিখোঁজ। জানা গেছে, ওই কিশোরীর গৃহ শিক্ষকের বাড়িতে গিয়েছিল। গৃহ শিক্ষকের বাড়ি থেকে সে বাড়িতে ফিরে আসেনি।

আত্মীয় পরিজন সহ সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর করে পরিবারের লোকজনরা কোনো সন্ধান পাননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই পরিবারের তরফ থেকে আমতলী থানা নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ কিশোরীর কোন হদিশ পায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিখোঁজ কিশোরীর পরিবার পরিজনদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়ছে। অবিলম্বে কিশোরীকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের কাছে তারা অনুরোধ জানিয়েছেন।

বটতলায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলা এলাকা থেকে বুধবার সকালে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত মহিলার নাম ঠিকানা কিছুই জানা যায়নি। মহিলার বয়স আনুমানিক ৫০ বছর।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে বটতলা এলাকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন দমকল বাহিনীর জওয়ানদের খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে গিয়ে সেখান থেকে মহিলাকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে স্থানীয় জনগণের রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসুস্থ মন্ত্রী এন সি দেববর্মার মৃত্যুর গুজবে তোলপাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। জীবিত থাকার প্রমাণ দিতে হল ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাকে। আজ বুধবার সকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যমে তাঁর প্রয়াণের খবর ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। গুজবে কান দিয়ে জনৈকা বিজেপি বিধায়িকা এবং বিজেপি নেতা সামাজিক মাধ্যমে শোক প্রকাশও করেছেন। কিন্তু, তিনি সুস্থ আছেন এবং আগামীকাল হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবেন, এমনটাই জানালেন তাঁর মেয়ে। এদিকে, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এমন গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

কয়েকদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত

রোগে ভুগছেন রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা। সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিন দিন আগে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পরেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জি বি হাসপাতালে ভর্তি করে হয়েছে। সেদিন রাতেই সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে জি বি হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন। হাসপাতালে তিনি চিকিতায় সাড়া দিচ্ছেন। আগের তুলনায় অনেকটাই সুস্থ আছেন।

জি বি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা: সঞ্জীব দেববর্মা জানিয়েছেন, রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আজ সকালেই চিকিতকদের প্রতিনিধি দল তাঁকে পরীক্ষা করেছেন। আগের তুলনায় তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ আছেন।

রাজস্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তপশিলি জাতিদের রোজগার বাড়াতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়েপড়া তপশিলি জাতি অংশের মানুষের রোজগার বাড়াতে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্প সমূহের পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

সভায় তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তপশীলি জাতিভুক্ত জনগণের শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহ সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে তাদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্য সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এই অংশের মানুষকে বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত করে আর্থিকভাবে আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার জন্য তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন। তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুবিধা আরও বেশি করে জনসমক্ষে প্রচারে নিয়ে আসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, যেসব সুবিধাভোগী তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চভূতে বিলীন বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। গতকাল মঙ্গলবার তিনি প্রয়াত হন। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আজ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। কলকাতা থেকে আজ সকালে তাঁর মরদেহ এমবিবি বিমান বন্দরে আসার পর বিধানসভা এবং সচিবালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে সিপিএম পার্টি অফিস এবং তার পর জয়নগর নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁর মরদেহ। এদিন তাঁকে সকল অংশের মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় করেছেন।

ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের মরদেহ আজ সকালের বিমানে রাজ্যে আনা হয়েছে। তাঁর মরদেহ ত্রিপুরা বিধানসভা ভবনে নিয়ে গেলে সেখানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেআরবিটির ফলাফলের দাবিতে বিক্ষোভ বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বেকারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। জেআরবিটি পরীক্ষার ফলাফল আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঘোষণা করার দাবিতে বুধবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন পরীক্ষার্থীরা। চাকরি প্রত্যাশীরা জানিয়েছেন, ২০২১ সালে তারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এখনো পর্যন্ত তাদের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি। তাতে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন পরীক্ষার্থীরা। ইতিপূর্বেও তারা ফলাফল ঘোষণার দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি।

জনৈক পরীক্ষার্থী বলেন, বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল জানুয়ারি মাসের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। কিন্তু জানুয়ারী মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও ফলাফল ঘোষণা করার কোন

ধরনের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সে কারণেই চাকরিপ্রার্থীরা সংঘবদ্ধভাবে বুধবার বোর্ডের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হন এবং বোর্ড সভাপতির কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। তারা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা পজিটিভ, 'আতঙ্কে' চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করল লরির সহচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ ফেব্রুয়ারী।। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছিল। তাই আতঙ্ক গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন বহিঃরাজ্যের এক লরির সহচালক। আত্মঘাতীকে পঞ্জাবের বাসিন্দা তারসম সিং বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আজ বুধবার ঘটনার খবর দিয়ে চুড়াইবাড়ি থানার ওসি বিভাসরঞ্জন দাস জানান, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ। তিনি জানান, অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্ত অতিক্রম করে চুড়াইবাড়ি (উত্তর ত্রিপুরা জেলা) চেকগেটে অন্য যানবাহনের মতো পণ্যবাহী ওই লরিকেও দাঁড় করানো হয়েছিল। এর পর রাজ্য সরকারের বিধি বলে সব যানবাহনের চালক, সহ-চালক বা খালাসিদের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হয়। ওই পরীক্ষায় তারসম সিং সহ আরও কয়েকজনকে কোভিড সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়। তবে নেগেটিভদের ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে অনুমতি দেওয়া হলেও পজিটিভদের এখানকার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠানোর ব্যবস্থা চলছিল।

সে অনুযায়ী পঞ্জাব থেকে আগত লরির সহচালককেও কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠানো হবে বলে আলাদা একটি ঘরে রাখা হয়েছিল। রাত প্রায় দশটা নাগাদ কোভিড পজিটিভদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তখন স্বাস্থ্যকর্মীরা তারসম সিংকে তার পরনের ট্র্যাকসুটের ইজারা (দড়ি) গলায় ফাঁস জড়িয়ে সংশ্লিষ্ট ঘরের বারান্দায় বিমের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন।

ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় চুড়াইবাড়ি থানার ওসি সহ পুলিশের দল এবং ধর্মনগরের এসবিএম। তাঁরা রাতেই তারসম সিঙের মৃতদেহ কদমতলা সামাজিক হাসপাতলের মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে সহ-চালক তারসম সিঙের মৃত্যু আসলে করোনা-আতঙ্কে না এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে সে সম্পর্কে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত ঘটনা সম্পর্কে সঠিক কোনও মন্তব্য করতে অপারগতার কথা জানিয়েছেন ওসি বিভাসরঞ্জন দাস।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ১১৮ ◻ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং ◻২০ মাঘ ◻বৃহস্পতিবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শিক্ষার সমস্যা সমাধানের পথে

খুলিয়া গিয়াছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা। কোভিড পরিস্থিতির সাময়িক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ নিয়া অতীতেও একাধিকবার খুলিয়াছিল। তবে, অতীতের সঙ্গে তফাত এই যে, এবার স্কুল খুলিয়াছে প্রথম শ্রেণি থেকে। এর আগের বার খোলা হইয়াছিল অষ্ঠম শ্রেণি থেকে। অর্থাৎ এবার শিক্ষালয়ের দরজা আরও চওড়া হইল। অনেক বেশি ছেলেমেয়ে স্কুলে যাইতে পারিবে। স্কুলে গিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে বসিয়াই ক্লাস করিবে ছেলেমেয়েরা। পড়ুয়ারা স্কুলে যাইতেছে প্রায় দু'বছর বাদে। এ এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পূরণের ঘটনা ঘটিয়াছে। করুণা পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটানো হইয়াছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা দুটি পর্যায়ে গ্রহণ করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই ফার্স্ট টার্ম এর পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। বৃত্তি অল্টারনেট পরীক্ষা হইবে এপ্রিল মাসে। দুটি টার্মের পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া ফলাফল ঘোষণা করা হইবে।কার্যত করোনা পরিস্থিতিতে যদি পরীক্ষা গ্রহণ করিতে সমস্যা দেখা দেয় তাহা হইলে একটি টার্মের পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ তাহাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদানের চিন্তাভাবনা করিয়াছিল।তবে বর্তমানে যেহেতু পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে সেহেতু দ্বিতীয় টার্মের পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিয়মমাফিক পাশের সার্টিফিকেট প্রদান করিবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষের এ ধরনের বিচক্ষণ ভূমিকায় অভিভাবক মহল এবং শিক্ষানুরাগী সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।তাঁদের বিচিত্র কাজকর্মের মধ্য দিয়াই দেশ গড়িয়া ওঠে। নদীতীরের মানুষ জানে, নদী একবার স্রোত বা গতিহারা হইলে তাহার পরিণাম কতটা ভয়ঙ্কর হইতে পারে। রুদ্ধগতির শিক্ষাব্যবস্থা একইরকম পরিণাম বইয়া আনে আমাদের সমাজজীবনে। কারণ, এ নিয়া কোনও বিতর্ক চলিতে পারে না। কেননা শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে বিতর্ক, তির্যক প্রশ্ন একাংশের মনে বহুকাল জারি রহিয়াছে, নুয়ে-পড়া-সময় তাহা ইতিমধ্যেই খণ্ডন করিয়া দিয়াছে, সচেতন পৃথিবী তাহা খেয়াল করিয়াছে নিশ্চয়। কে না জানে, প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকার সামনে বসিয়া, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানেই সেরা শিক্ষাটা পাওয়া সহজ হয়? তাই প্রথম শ্রেণি থেকে ক্লাস চালু হওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া সরকার। এই সিদ্ধান্তে শিক্ষানুরাগী মহলে খুশির হাওয়া।

স্কুলের প্রয়োজন শুধু বই পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশুমনের সার্বিক বিকাশেরও এক অনবদ্য ক্ষেত্র স্কুল। ছেলেমেয়েরা সহপাঠীদের মধ্যেই বন্ধুদের খুঁজিয়া পায়। কোনও কোনও শিক্ষক উপস্থিত হন তাহাদের সামনে ধ্রুবতারার মতন। একটানা বহুদিন শিক্ষালয় বন্ধ থাকিবার অর্থ, গড়িয়া ওঠিবার বয়সে ছেলেমেয়েদের নির্মমভাবে সেসব থেকে বঞ্চিত করা। একাধিক সমীক্ষায় প্রকাশ, স্কুল বন্ধ থাকিবার ফলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়েছে।বিশেষ করিয়া সুবিধা-বঞ্চিত শ্রেণির পড়ুয়াদের। সামান্য রিডিং দিতে এবং ছোটখাট অঙ্ক কষিতে ভুলিয়া গিয়াছে তাহারা। সোজা কথায় তাহাদের ভিত দুর্বল, এমনকী নষ্টও হইয়া গিয়াছে অনেকের। এর বড় কারণ, এই পড়ুয়াদের একটি বড় অংশই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। ইতিমধ্যেই নজরে আসিয়াছে স্কুলছুটের সংখ্যা একলাফে অনেকখানি বৃদ্ধির বিপদ। গরিব ঘরের অনেক মেয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের স্বপ্ন জলাঞ্জলিতে যাইতেছে। তাহারা বাধ্য হইতেছে বিয়ের পিঁড়িতে বসিতে। রাজ্য সরকারও পরিস্থিতির উপর নজর রাখিয়া চলিতেছে। কোভিড নিয়ন্ত্রণে আসিতেই তাহার সুযোগ গ্রহণে তৎপর সরকার এবং শিক্ষা দপ্তর। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আলোচনাক্রমে মন্ত্রিসভা স্কুল খোলার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিয়াছে। সব মিলিয়া অত্যন্ত স্বস্তিরই এক আবহ তৈরি করিল সরকার।

মহারাজা'র টাটা-গৃহে প্রত্যাবর্তন ঘিরে উঠেছে নানা অপ্রিয় প্রশ্ন

বরুণ দাস

অবশেষে এল সেই কাঙ্ক্ষিত লগ্ন, যখন "মহারাজা" ফিরে গেলে নিজের ঘরে। বিগত দু'বছর ধরে মহারাজা'র হস্তান্তর নিয়ে চলা টানাপোড়েনের যাদের ঘর থেকে মহারাজা বিদায় নিল, তারাও খুশি। অর্থাৎ দু'পক্ষকেও বস্তি দিয়ে মহারাজার এই বিদায়। যদিও বিদায়কালে মহারাজা প্রশ্ন আর কিছু সংশয় তুলে দিয়ে গেছে দেশবাসীর মনে। কী সেই প্রশ্ন আর কিছু সংশয়? তা নিয়েই বরং এই উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে আলোকপাত করা যাক।

'মহারাজা' মানে আমাদের এয়ার ইন্ডিয়া যার সঙ্গে ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে যুক্ত হয়েছিল ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। স্বদেশ এবং বিমানসংস্থা। যে বিমানসংস্থাকে ঘিরে ভারত সরকারের লোকসানের বহর ছিল (এখনও আছে) আকাশচুম্বি। খবরে প্রকাশ, হস্তান্তরের সময়কালে মোট ঋণ-লোকসানের পরিমাণ প্রায় ৬১ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা। দৈনিক লোকসানের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি টাকা। সংবাদমাধ্যমের তরফে যাকে "শ্বেতহস্তী" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সরকার নিজেদের পকেটে কিছু মালিকানা (৫১ শতাংশ শেয়ার) রেখে বিমান সংস্থার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো ক্রেতাই আগ্রহ দেখাননি। বার বার বিশ্ব টেন্ডারের মেয়াদ বা সময় বাড়িয়েও কোনো লাভ হয়নি। সরকারের সঙ্গে ঘর (ব্যবসা) করতে কেউ রাজি হননি। টাকা ডালব আমি, নিয়ন্ত্রণ করবে তুমি"ত্ত এই নীতিতে কোনো কর্পোরেট সংস্থাই এগিয়ে আসেনি। আসার কথাও নয়, একথা সরকার বাহাদুর বোঝেনি।

অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পুরো মালিকানা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেই এগিয়ে আসে একাধিক সংস্থা। যার মধ্যে টাকা শিল্পসংস্থা অন্যতম। কার্যত অনেকদিন ধরেই কানাঘুযোয় ভেসে আসছিল টাটাদের নাম। যদিও তাঁরা প্রকাশ্যে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চলছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে কোনো পক্ষই মুখ খোলেনি। আসলে 'মহারাজা'র হস্তান্তরের ক্ষেতে রাজকীয় (পড়ুন পাহাড়-প্রমাণ) ঋণের বোঝাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পাবলিক সেক্টর তথা সরকারি সংস্থা "মহারাজাপ্র বিক্রি বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দু'ধরনের (মিশ্র) প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। একপক্ষ বলছেন, যাক বাবা, বাঁচা গেল। সরকারের কাজ তো আর ব্যবসা চালানো নয়। দিনে দিনে যেভাবে লোকসানের সরকার। 'মহারাজা'কে অক্সিজেন জোগাতে (আর্থিক প্রকল্প) জনগণের কর-এর টাকা নষ্ট করার চেয়ে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অনেক আগেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল।

অন্যপক্ষ আবার বলছেন, 'মহারাজা'কে কাজ হয়নি। এতে দেশের নিরাপত্তা বিঘত হবে। তাছাড়া সংস্থার কর্মীদের স্বার্থও মার খাবে। ছাটাই পর্ব শুরু হল বলে। "এক বছরের মধ্যে কর্মীদের ছাটাই করা চলবে না" বলে সরকারি বিধিনিষেধ কি আদৌ মানা হবে? ইতিমধ্যেই নাকি কর্মীদের "আবাসন ছেড়ে দেওয়ার" কথা বলা হয়েছে। এদেশে কর্পোরেট সংস্থার ওপর কারও আস্থা নেই। টাটারা কিছুটা ব্যতিক্রমী" হলেও সসস্থার স্বার্থ দেখবে আগে। মিহারাজা'র হস্তান্তর বা বিক্রিকে ঘিরে দু'পক্ষেরই মন্তব্যের পিছনে অবশ্য যথেষ্ট? যুক্তি আছে। এককথায় উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। তাই বিষয়টা বোধহয় একটু খতিয়ে দেখা দরকার। বলা বাহুল্য, কোনো পক্ষই অন্যপক্ষের যুক্তিকে ন্যুনতম মান্যতা দিতে নারাজ। "আমিই ঠিক" এমন একটা অনমনীয় মন-মানসিকতা উভয় পক্ষের মধ্যেই কাজ করছে। বাব পরিস্থিতির সঠিক পর্যালোচনা করতে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন, সেদিকে কেউ পা বাড়াতে একেবারেই রাজি নন। সমস্যাটা আসলে এখানেই।

যাঁরা কোনোরকম ভাবনাচিন্তা না করেই বলেন সরকারি পরিচালনায় ব্যর্থতার জনাই মুখ থুবড়ে পড়েছে মহারাজা, তারা আংশিক সত্যি বলছেন। কারণ নবরত্ন বলে খ্যাত সরকারি সস্থাগুলো তো সরকারি পরিচালনায়ই লাভের মুখ দেখছে। তবে একথাও ঠিক যে, সব সরকারি ক্ষেত্রেই লাভের জন্য নয়। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়াটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। যেমন রেল-বিমানবাসের মতো পরিবহণ ক্ষেত্র সহ ডাক-টেলিফোন-জল-বিদ্যুৎশিক্ষা স্বাস্থ্যের মতো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র বামন্তরকগুলো। চালানো নয়, তারা আপাতদৃষ্টিতে হয়ত-বা ঠিকই বলেন। তবে পাশাপাশি একথাও তো অস্বীকার করা যায় না যে, এসব সরকারি ক্ষেত্রে ঢালাও কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে বেকার ছেলেমেয়েদের। বেসরকারি পরিচালনায় চলে গেলে যা সম্ভব নয়। কারণ মুনাফা বা লাভের কথা মাথায় রেখেই তারা কর্মীসধকোচন করবেই। অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যাপক ব্যবহার করে মানবসম্পদ উপেক্ষা করবেন। স্থায়ীকর্মী সন্ধান করবেন। মহারাজা'র ক্ষেত্রে এও বলা যায় যে, অনেক বেসরকারি বিমান সংস্থাও লোকসানে চলছে এবং লাভের মুখ দেখতে না পেয়ে একসময়ে তারা বিমান পরিষেবার ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। এদের মধ্যে কিংফিশার, ডেকান, জেট এয়ার অন্যতম। ব্যবসা পরিচালনায় সরকারই কেবল ব্যর্থ বেসরকারি সংস্থা সফল-বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে একথাও জোর দিয়ে বলা যায় বিশেষ করে বিমান পরিষেবা ব্যবসায়ে? ব্যবসায় এসেছিল।

তাঁদের কথা মেনে নিয়েও বোধহয় অনায়াসেই বলা যায়, ব্যবসায় সফল হলে তারা ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে ফিরে যাবেন কেন? টিকে থাকার চেষ্টা করবেন। সরকার না হয় অলাভজনক রুটে বিমান পরিষেবা দিয়ে থাকেন, কিন্তু বেসরকারি বিমান সংস্থার সেসব দায়বদ্ধতা নেই। লাভজনক রুট পেয়েও তারা কেন বিমান ব্যবসায় সফল হননি? বিষয়টা এভাবেও তো ভেবে দেখা দরকার। যে কোনো বিষয়ে দু'দিকই পরই বোধহয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা দরকার।

মহারাজা ক্ষেত্রে সরকারি বার্থতা তো আছেই। সরকারের ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ আমলা (আইএএস) দিয়ে প্রশাসন চালানো যায়, কিন্তু ব্যবসা চালানো যায় না- তা কিন্তু বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। যাঁরা ব্যবসা পরিচালনা (এমবিএ) নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, তারাই পারেন ব্যবসা পরিচালনা করতে। এই সাধারণ কথা সবাই বুঝলেও সরকার বাহাদুর কখনও বুঝতে চান না। আসল ট্র্যাজেডিটা বোধহয় এখানেই। যে কোনো সংস্থার মাথার ওপর একজন সরকারি আমলা বসিয়ে দিলেই কি সেই সংস্থা সঠিক পথে চলতে পারে? বলা বালা, যেকোনো কর্পোরেট সংস্থার অধিকর্তাদের লোকসানের জন্য জাবাবদিহি করতে হয় মালিকদের কাছে। সরকারি ক্ষেত্রে সেসবের কোনো বালাই নেই। বড়জোর ওই ব্যর্থ আমলাকে বদলি করে অন্যত্র পাঠানো হয়। সেখানে ব্যর্থ হলে আবার অন্যত্র পাঠানো হয়। এই ধারায় চলছে সরকারি ক্ষেত্রগুলো। এই অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা না বদলালে সরকারি সংস্থায় উন্নতি হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। লাভ না হোক, অন্তত লোকসানের বহর যাতে বছর বছর লাফিয়ে লাফিয়ে 'মহারাজা'র মতো বেড়ে না যায়।

সাধারণ জনগণের দেওয়া করের টাকায় অকারণে ও অনৈতিকভাবে নষ্ট করার অধিকার কোনো সরকারেরইত্ত নেই। সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত, সংস্থার পরিচালকবর্গের গাফিলতি কিম্বা দুর্নীতিতে লোকসানে চলে যাওয়া রুগ্ন নেই। সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত, সংস্থার পরিচালকবর্গের গাফিলতি কিম্বা দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়া বিমান পরিষেবা ও ব্যাঙ্ক শিল্পে যেমন অনেকবারই সরকার বাহাদুর হাজার লক্ষ কোটি টাকা ঢেলেছেন। এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। একবার দেখে নেওয়া যাক, এয়ার ইন্ডিয়ার পতন শুরু কবে এবং কীভাবে? অল ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নস সূত্রে সঙ্গে ২০০৬-০৭ সালে মিলিয়ে দেওয়ার পর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার ঋণ হু হু করে বাড়তে থাকে। ৭৭০ কোটির দেনা ২০০১-এর মার্চে দাঁড়ায় ৭২০০ কোটি টাকা। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ২০০৪-এ ৪ নভেম্বর ৫০টি বিমান ক্রয় করে ৪৬ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে। এর মধ্যে ভিভিআইপিদের জন্য ১৮টি চাটাড প্লেন বেশিরভাগ সময়েই সেগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে রক্ষণাবেক্ষণ খাতে খরচ বহুগুণ ত্ত বাড়িয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ারপুনরুজ্জীবনের জন্য আর্থিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হয়, যাতে ২০২১-এর আর্থিক বছরের মধ্যে ৩০২৩১ কোটি টাকার ইকুাইটি শ্রেয়ার তার ধমনীতে সঞ্চালন করার প্রস্তাব ছিল। তার অডিট রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে কেন্দ্রীয় অডিট সংস্থা ক্যাগ কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করে অনেকগুলো ফাকফোকর চিহ্নিত করেছে। কীভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত রূপায়িত না করে অর্থের অপচয় হয়েছে। সংস্থা সূত্রেই জানা গেছে, ২০১৯-২০-তে এয়ার ইন্ডিয়াকে বিভ্রি করে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের সময় সংশ্লিষ্ট সংস্থার অপারেটিং প্রফিট হয়েছিল ১,৭৮৭ কোটি টাকা। কিন্তু তার ব্যালান্স সিটে দেখা গেছে, সংস্থার লোকসান হয়েছে ৭,৪২৭ কোটি টাকা। কেন এই বিরাট অঙ্কের ফারাক? আসলে দেনার ওপর ৪, ৪১৯ কোটি টাকার বিপুল সুদ পরিশোধ সহ. ডিপ্রিসিয়েশন বাবদ ৪৭৯৫.৩০ কোটি টাকার জন্য। অপারেটিং প্রফিট দিয়ে কোনো সংস্থার লাভ-লোকসানের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না।

যে সংস্থাটির বিদায়লগে মোট দেনার পরিমাণকাছে ৬১,৫৬২ কোটি টাকা এবং দৈনিক লোকসান ২০ কোটি টাকা, টাটার মতো প্রতিষ্ঠিত সংস্থা অধিগ্রহণ করল কেন? পর্বতপ্রমাণ দেনা ঘাড়ে নিয়ে লাভ কী? ১৮,০০০ কোটি টাকার দরপত্র দিয়ে টাটটাকে দিতে হয়েছে ১৫,৩০০ কোটি টাকা। বিনিময়ে কী পাচ্ছে টাটা? ১৪১টি বিমান, যার

মধ্যে ১১৮টি রীতিমতো উড়ানযোগ্য। এছাড়া পেয়েছে এয়ারবাস, বোয়িং ৭৩৭ সহ প্রশিক্ষিত কমীবাহিনী। আর ৪ ৪০০টি দেশীয় ও ১৮০০টি আন্তর্জাতিক স্লট, ল্যান্ডিং লাইসেন্স। উল্লেখ্য, ভিস্তারা এবং এয়ার এশিয়ার সঙ্গে টাটাদের যুক্ত থাকার কথা সবাই কমবেশি জানেন। এবার এয়ার ইন্ডিয়ার পুরো মালিকানা চলে আসায় ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ ও পরিষেবা ক্ষেত্রে টাটার একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি হল। দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আকাশপথ ব্যক্তি মালিকানায় থাকা কতটা নিরাপদ তা ভবিষ্যৎই হয়ত উত্তর দেবে। কেন্দ্রের 'বেচু সরকার 'এর সিদ্ধান্ত এবং কাজের ফল দেশবাসী পাবেন নিশ্চিত। হয়ত দীর্ঘমেয়াদীপথে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

ঢাকায় দুই সপ্তাহ বাড়ল স্কুল-কলেজের ছুটি

ঢাকা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ঢাকায় বিধি-নিষেধের পরও করোনা সংক্রমণের গ্রাফ উর্ধমুখী। ফলে দেশের স্কুল-কলেজগুলিতে ছুটির মেয়াদ আরও দুই সপ্তাহ বাড়ানো হলো। অর্থাৎ আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকছে। বুধবার সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মণি। ঢাকায় করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে গত কয়েকদিন ধরে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ১২ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। ১৩ জানুয়ারি থেকে বিধি-নিষেধ চালু করলেও খুব একটা সুফল পাওয়া যায়নি। করোনার সংক্রমণ থেকে পড়ুয়াদের বাঁচাতে গত ২১ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার কথা জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। সরকারের অনুরোধ মেনে ক্লাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ এখনও নিয়ন্ত্রণে না আসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরও কিছুদিন বন্ধের জন্য শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে সুপারিশ করেছিল করোনা মোকাবিলায় গঠিত জাতীয় কারিগরি কমিটি। সেই সুপারিশ মেনে আরও দুই সপ্তাহের জন্য স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মণি সাংবাদিকদের বলেন, 'দেশে করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতির উপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে। যেহেতু সংক্রমণের হার ৩০ শতাংশের কাছাকাছি তাই বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মেনে দুই সপ্তাহের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হচ্ছে।'

জঙ্গল খুলে যাওয়ায় খুশিতে পর্যটকদের মিষ্টিমুখ চালসায়

চালসা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় প্রায় একমাস বন্ধ থাকার পর বুধবার থেকে খুলে গেল জঙ্গল। এদিন থেকে পর্যটকরা ফের জিপসি গাড়িতে করে জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারবে। জঙ্গল খোলার খুশিতে আজ পর্যটনকেন্দ্র মূর্তিতে পর্যটকদের মিষ্টিমুখ করানো হল। এদিন পর্যটন ব্যবসায়ী শেখ জিয়াউর রহমান, সার্বিক চক্রবর্তী সহ মূর্তি জিপসি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মজিদুল আলম, মূর্তি টোটো ইউনিয়নের সাবুল হক প্রমুখরা এদিন ওই মিষ্টি বিতরণ করেন। এদিন মূর্তি টিকিট কাউন্টার থেকে চাপরামারী নজর মিনার যাওয়া পর্যটকদেরকেও মিষ্টিমুখ করানো হয়। জঙ্গল খোলায় খুশি হয় পর্যটকরাও। পর্যটন ব্যবসায়ী শেখ জিয়াউর রহমান বলেন, 'প্রায় একমাস জঙ্গল বন্ধ থাকার জন্য পর্যটক ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসা হল মূলত জঙ্গল কেন্দ্রিক। অবশেষে প্রায় ১ মাস পর জঙ্গল খুলে যাওয়ার জন্য এদিন আমরা মূর্তিতে পর্যটকদের মিষ্টিমুখ করাই। চলতি মাসেই মূর্তিতে আমরা পর্যটকদের সুবিধার জন্য পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র খুলব।

যোগীকে হুঁশিয়ারি অখিলেশের ক্ষমতায় এলেই তদন্ত হবে

লখনউ, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভোটের মুখে উত্তরপ্রদেশে জমে উঠেছে যোগী বনাম অখিলেশ বাকযুদ্ধ। দুই নেতা একে অপরের বিরুদ্ধে তোপ দাগার পর এবার বুধবার কার্যত যোগী আদিত্যনাথকে হুঁশিয়ারি দিলেন অখিলেশ যাদব। তিনি বলেন, যোগীর বিরুদ্ধে বড় অপরাধের মামলা রয়েছে। 'সপা' ক্ষমতায় এলে ফের তদন্ত শুরু হবে। এদিন অখিলেশ যাদব বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বড়সড় অনেক অভিযোগ রয়েছে। যদি কেউ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন তবে নতুন করে তদন্তের অনুমতি দেব আমরা।" অখিলেশ জানিয়ে দেন, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনেক মামলা রয়েছে যেমন, তেমনই ভারতে অনেক আইনও রয়েছে। ক্ষমতায় এলে অপরাধ দমনে পুলিশি ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনবেন বলেও জানিয়ে দেন অখিলেশ যাদব। জানান, তাঁর সরকার পুলিশের গাড়ির সংখ্যা দ্বিগুণ করবে।

জীবন সতেজ স্বাস্থ্যে ভরা?

নীলাঞ্জন দে

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আমাদের দেশে বিমা নিয়ন্ত্রক 'আইআরডিএঅওই' ইনসিওরেন্স ইন্ডাস্ট্রির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে, পরিকল্পিকতভাবে উন্নয়নের ভারও তাদের। গত ২০ বছর ধরে নানা ধরনের দেশি-বিদেশি সংস্থা লাইসেন্স পেয়েচে, বিমা ব্যবসার ব্যাপ্তি বেশ চোখে পড়ার মতো। ভারত 'ফাইনানশিয়ালাইজেশন অফ সেভিংস' বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বছরকমের ইনসিওরেন্স প্রোডাক্টের চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। অগ্রণী বিমা সংস্থা 'লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া আর কিছুদিনের মধ্যেই শেয়ার ইস্যু করে স্টেক এক্সচেঞ্জে লিস্টেড হবে।

প্রোডাক্ট- সংক্রান্ত তথ্যের ভারে যে-কথাটি আপাতত চাপা পড়ছে তা খতিয়ে দেখলে যুগপৎ আশ্চর্য এবং দুঃখিত হবেন। উপরে আলোর বাহ্যিক বিচ্ছুরণ সত্ত্বেও নিচের অন্ধকার যেমন মাঝেমধ্যে। প্রকট হয়, পরিস্থিতি খানিকটা তেমনই। এ-দেশের বিমানর বিস্তার যে যথাযথ হয়নি, তা বোঝা যায় দু'টি মাপকাঠি ব্যবহারে কবলে --- 'ইনসিওবেন্স পেনিট্রেশন'এবং 'ইনসিওরেন্স ডেনসিটি'। এই দুই পরিসংখ্যান এতই স্বপ্ন যে অবাক হতে হয়। স্ট্যাটিসটিক্সের শরিনিক্ষেপ করার আগে এই দু'টির ব্যাপারে সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি। বিমানর পেনিট্রেশন বোঝা যায় 'প্রিমিয়াম টু জিডিপি রেসিও' দেখলে। মোট প্রিমিয়াম বা সংগ্রহ করা হয়েছে তা আমাদের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের ঠিক কতখানি, শতাংশের হিসাবে। আর বিমার জেনসিটি প্রতিফলিত হয় 'প্রিমিয়াম টু পপুলেশন রেশিও'তে। জনসংখ্যার নিরিখে মাথাপিছু (পার ক্যাপিটা) প্রিমিয়াম কত, সে হিসাবটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

পেনিট্রেশন ২০২০-'২১ সালে ছিল ৪.২ শতাংশ , যা আগের বছরের (৩.৮ শতাংশ) থেকে বেশি। এক বছরে প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধির হার খুব এখটা খারাপ নয়। প্রসঙ্গত, লিবারালাইজেশনের পর প্রথম দশকে পেনিট্রেশন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল। ২০০১-'২০ অর্থবর্ষে যা ছিল ২.৭ শতাংশ, তাই ২০০৯-'১০ অর্থবর্ষে ৫.২ শতাংশ । তারপর আবার ২০১৪-'১৫ অবধি হার কমে গিয়েছিল। এখানে লাইফ এবং নন-লাইফ, সবই ধরা হচ্চে। ডেনসিটি-র চিত্রটি যদি দেখেন, তাহলে বর্তমানে ভারতের মানুষ জন প্রতি ৭৮ মার্কিন ডলারে। এখানেই আমরা আটকে আছি গত দু'বছর ধরে, ২০১৯-'২০ ও ২০০২০-'২১ একইভাবে। মানছি, ২০ বছরে সংখ্যাটি কেবল ১১.৫০ ডলারে। কিন্তু প্লোবাল অ্যাভারেজেরে তুলনায় দেশ বিলক্ষণ পিছিয়ে। প্রথম বিশ্বের ধনী দেশে এই 'পেনিট্রেশন'এবং 'ডেনসিটি'-র চিত্র অনেক উন্নত। কারণগুলি খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না, তবে তার আগে বলে দিই বিমার আপেক্ষিক অভাবে 'ফিনানশিয়াল ইনক্লিউশন'-এর পরিপ্রেক্ষিতে (বা সে সংক্রান্ত গাফিলতির কথা মনে রেখে) দেখতে হবে। ভারতে এ তো সবাই মানবেন, এখন ব্যাঙ্কিং এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা অনেকের কাছেই অধরা। গত দশ পনেরো বছরে অবশ্য সরকারি নীতির ফলে বহুমুখী পরিবর্তন এসেছে, অনেক মানুষ জীবনে প্রথমবার ফরমান আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়েছেন। ব্যাহক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ও লেনদেনের বহর বেড়েছে। আধার প্যান, মোবাইল সংযোগের ফলে লোন ইত্যাদি পাওয়ায় উপায় বর্তমানে সহজতর। এছাড়াও ফাইনানশিয়ালাইজেশন হওয়ার দরুন বিশেষত ইন্টারনেটের দৌলতে, সেভিংসের পরিধি বেনেছে। আর্থিক ক্ষেত্রে অন্য অনেক কিছুর মতোই ইনসিওরেন্স খুব একপেশে রয়ে গিয়েছে। বাড়বৃদ্ধি সেখানে অনেকাংশেই নগরকেন্দ্রিক। স্বাভাবিক কারণেই এমনটি ঘটেছে, বেশিরভাগ ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাজকর্ম প্রধানত শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সমতা আনতে গেলে, গ্রামীণ ইনসিওরেন্স-কে এখন আরও বহু মাইল হাঁটতে হবে। সর্বশেষ পরিসংখ্যানেই এক একপেএশ চরিত্রটি বোঝা যায়। শহরাঞ্চলের মানুষ বিমা নিয়ে আগ্রহী, তাঁদের কাছে বিক্রিবাটার সম্ভাবনা বেশি, এবং গড় প্রিমিয়াম কালেকশনও সেখানে তুলনামূলকভাবে উঁচুর দিকে। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভাল যে, এদেশে সবরকম মিলিয়ে ইনসিওরেন্স সংস্থার মোট সংখ্যা ৬৭ (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) এগুলির মধ্যে রয়েছে আটটি পাবলিক সেক্টর কোম্পানি, বাকিগুলি প্রাইভেট শ্রেণিভূক্ত। তবে সেখানেও রকমফের আছে, মাপের ছোট- বড় তো অতীব প্রকট। এলআইসি (২০২০-'২১ সালে মার্কেট শেয়ার ছিল ৬৪ শতাংশ) যদি বাদ দেন তাহলে বাকিগুলির ক্ষেত্রে আছে প্রবল অসাম্য।

ফাস্ট ইয়ার প্রিমিয়াম সংগ্রহের ট্রেন্ড দেখলে ব্যাপারটা গ্রামাঞ্চল হবে। গত আর্থিক বর্ষের প্রাইভেট প্লেয়ারদের মোট ৯৪ হাজার কোটি টাকার প্রিমিয়ামের অনেকটাই স্রেফ তিনটি কোম্পানির খাতিরে---এসবিআই লাইফ, এইচডিএফসি লাইফ এবং আইসিআইসিআই প্রুডেনসিয়াল লাইফ। কেবল এই তিনটির কালেকশনই ছিল ৫৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। এর সঙ্গে যদি ম্যাক্স লাইফের প্রিমিয়াম যোগ করেন, তাহলে আরও প্রায় সাত হাজার কোটি বাড়বে। বলে রাখা উচিত, ম্যাক্স লাইফের পার্টনার অনেক দিন ধরেই অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক। আমার বক্তব্য খুব সরল। বন ব্যাঙ্কেরও যোগাযোগ ছাড়া এদেশে ইনসিওরেন্স দ্রুত বিক্রি করা বোধহয় সহজ নয়। তাই ব্যআঙ্ক চ্যানেলকে ইনসিওরেন্স সেক্টরের সহজাত, স্বাভাবিক পার্টনার হিসাবে মেনে নিতে হবে। ব্যাঙ্কাসুরেন্স যদি আরও মান্যতা পায় তাহলে দেশেরই উপকার। এই ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং আইআরডিএ যদি সচেষ্ট হয়, তাহলে ভাল হয়।

> আর্থিক ক্ষেত্রে অন্য অনেক কিছুর মতোই ইনসিওরেন্স খুব একপেশে। বাড়বৃদ্ধি সেখানে অনেকাংশেই নগরকেন্দ্রিক। স্বাভাবিক কারণেই এমনটি ঘটেছে, বেশিরভাগ ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাজকর্ম প্রধানত শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সমতা আনতে গ্রামীণ ইনসিওরেন্স-কে এখনও আরও বহু মাইল হাঁটতে হবে।

আর সাধারণ মানুষ তো নিজের ব্যাঙ্ককে বিশ্বাস করেনই, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা গিতে হবে, তবে একই সঙ্গে 'সিসসেলিং'নামক শত্রুটিকে ধ্বংস করা দরকার। অর্থাৎ গ্রাহককে বিপথে চালিত করে, যে-প্রোডাক্ট দরকার নেই, সেই প্রোডাক্ট (টার্গেট পূরণ করতে তথা উচ্চ হারে কমিশনের জন্য) বিক্রির সম্ভাবনা নষ্ট করতে হবে।'প্রিমিয়াম' বানানোর সুবর্ণ সুযোগ সরকারের কাছে প্রতিবার আসে বাজেটের সময়। আমি কোনওভাবেই ইনসিওরেন্স সেক্টরের মুখপাত্র নই, কোনও পক্ষপাতও নেই, তা ও বিমায় ট্যাক্স জনিত সুবিধার পরিধি বাড়ানোর কথা না বললেই নয়। আমার মতে, একাধিক উপায় অবলম্বনে তা করা যেতে পারে। তবে এখন সবচেয়ে সহজ যেটি, সেটি কেবল আলোচনা করি। আপনি আয়কর আইনের সেকশন ৮০সি ব্যাপারে জানেন, এ-ও জানেন যে সেখানে কয়েকটি কর বাঁচানোর পন্থা নির্দিষ্ট করা আছে। বিশেষ কিছু বিনিয়োগের মাধ্যমে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর ছাড়ের সুযোগ প্যায়া সম্ভব। জীবন বিমার প্রিমিয়ামও এক্ষেত্রে স্বীকৃত।

অনেকের মতো, বলতে দ্বিধা নেই সে দলে আমিও আছি, কর বাঁচানোর এই 'উইন্ডো' বিস্তারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কখনওই বলব না যে, এই দেড় লক্ষ টাকার চাড় এখনই টেনে বাড়িয়ে দশ লক্ষ করা উচিত। না , তবে আপনার নজর একটু অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে অবশ্যই বলতে চাই সে ব্যবস্থাটির কথা যেটির সঙ্গে আমরা ইদানীং কোভিডের জমানায় সবশেষ পরিচিত—হেল্থ ইনসিওরেন্স।

কেবল স্বাস্থ্য বিমার জন্য ইনকাম ট্যাক্স আইন কি একটু নরমসরম হতে পারে? ৮০সি নয়, বরঞ্চ বিশেষভাবে ৮০ ডি-র বিস্তার হলে কেমন হয়? এখন হেল্থ ইনসিওরেন্সের জন্য আয়কর ছাড় কত পাওয়া যায় যায়, আর তা কত হওয়া উচিত, সেসব নিয়ে চর্চা ইচ্ছা করেই করছি না। তবে মনে করিয়ে দিই, চিকিৎসা,সংক্রান্ত খরচ আগামী দিনে আরও বাড়বে। মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে এমনিতেই তা ভয়াবহ স্তরে পৌঁছেছে। অনেক বেশি সংখ্যাক নাগরিককে স্বাস্থ্য বিমানর কভারেজের মধ্যে আনতে হবে, এতেও সন্দেহ নেই। সাধারণ মানের লো-কস্ট হল্থ ইনশিওরেন্স-ই হোক বা বিত্তাবানের ভালু-অ্যাডেড প্রোডাক্ট, নতুন গ্রাহক এলে এবং পুরনো গ্রাহকদের কভারেজ বাড়লে, বিমার পরিসরে উন্নতি আসবে। যে দু'টি ইস্যু দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, সেই 'পেনিট্রেশন' এবং 'ডেনসিটি', সেগুলিতেও এই উন্নতি দৃশ্যমান হবে। জীবন বিমার (লাইফ) ব্যবসায় ভারতের স্থান বিশ্বে ১০ নম্বরে, ২০২০ সালে আমাদের অংশ দাঁড়িয়েছিল ২.৯ শতাংশ। তবে নন-লাইফ ব্যবসা যদি ধরেন, তাহলে আমরা একন আছি ১৪ নম্বরে। সেখানে আমাদের অংশীদারি কেবলমাত্র ০.৭৭ শতাংশ। হেল্থ ইনসিওরেন্স অংশ যদি আমরা না বাড়াতে পারি তাহলে সিঁড়ির নিচের ধাপে আমরা পড়ে থাকব। সুখের কথা এই যে, নতুন প্রজন্মের গ্রাহকের চাহিদা, মার্কেটে সর্বত্র সমতার অভাব এবং সরকারি স্তরে সহায়ক নীতি (রিফর্ম), সব মিলিয়ে ইনসিওরেন্স সেক্টরে সুযোগ সুবিধার অভাব তো নেই-ই বরঞ্চ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রতিনিয়ত আরও বাড়ছে। প্রসঙ্গত, লাইফ এবং নন লাইফ মিলিয়ে 'নিট' লাভের বাড় এখন চোখে পড়ার মতো। ২০২০-'২১ সালে বিমা ক্ষেত্রে নেট প্রফিট তার আগের বছরের তুলনায় ভালই বেড়েছিল।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

চন্নাইয়ে ডিএমকে নেতাকে কুপিয়ে হত্যা মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু পুলিশের

চেন্নাই, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চেন্নাইয়ে ডিএমকে নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের মাদিপাক্কাম এলাকায় ডিএমকে নেতা সি সেলভাম (৪৮)-কে কুপিয়ে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। এই খুনের ঘটনায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মোট ৬ জন দুষ্কৃতী ওই ডিএমকে নেতাকে খুন করেছে বলে অভিযোগ। মৃত সি সেলভাম ১৮৮ ওয়ার্ডের (রাজাজি নগর মাদিপাক্কাম) সেক্রেটারি ছিলেন। রাত তখন ৮.৪৫ মিনিট হবে, নিজের দফতর থেকে বেরোন সেলভাম। সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে তাঁর ওপর হামলা চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় সেলভামকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় মানুষজন পুলিশে খবর দেন। সেলভামকে চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেলভামের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর অনুরাগীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। গোবিন্দস্বামী নগরে সেলভামের বাসভবনের সামনে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। কী কারণে খুন হলেন সেলভাম, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

সংসদে কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বুধবার সংসদে কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। কার্যত মোদী সরকারের বিভিন্ন নীতি নিয়ে সমালোচনা করেন। এদিন রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে রাহুল ভারতের বিদেশনীতির কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর ভাষায়, মস্ত বড় ব্লান্ডার করেছে ভারত সরকার। রাহুলের অভিযোগ, ভুল বিদেশনীতির জন্যই ভারত আজ সারা বিশ্বে কোণঠাসা। দেশ একঘরে হয়ে গিয়েছে। প্রতিবেশী সব দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন খারাপ। তাঁর আরও দাবি, কংগ্রেস অনেক আগে থেকেই এই ভুল বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসছে। কিন্তু সরকার সেদিকে নজর দেয়নি তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেন ওয়ান নেশন, ওয়ান ইন্ডিয়া। কিন্তু তিনিই ভারতকে দু'ভাগে ভেঙে দিয়েছেন। একটা ভাগ ধনীদের, যাদের হাতে সবকিছু আছে। আরেকটা ভাগ গরিবের। এই সরকারের আমলে দেশে ধনবৈষম্য বাড়ছে। গরিব আরও গরিব হচ্ছে। ধনী আরও ধনী হচ্ছে বলেও অভিযোগ করলেন তিনি।

কংগ্রেস সাংসদের দাবি, আগের ইউপিএ সরকারের আমলে ২৭ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার উপরে উঠে এসেছিল। গত সাত বছরে এই মোদী সরকার ২৩ কোটি মানুষকে ফের দারিদ্রসীমায় পাঠিয়ে দিয়েছে। দেশের ৮৪ শতাংশ মানুষের রোজগার কমেছে। বিজেপির এই সরকার যে কর্পোরেট বান্ধব তা আরও একবার মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন রাহুল। অভিযোগ করেন, "আজ দেশের সব সম্পদ কুক্ষিগত মুষ্টিমেয় শিল্পপতির হাতে। ১০ জন সবচেয়ে ধনী ভারতীয়র হাতে অন্য প্রান্তের ৪০ কোটি ভারতীয়র থেকে বেশি সম্পদ আছে। বন্দর থেকে বিমানবন্দর সব আদানিদের হাতে। অথচ আরেক ভারতের প্রতিনিধিদের হাতে কিছুই নেই।" রাহুল গান্ধীর আরও অভিযোগ, বিজেপি সরকার ভারতের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে 'রাজাদের শাসন' ফেরাতে চাইছে। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস যে শাসনের অবসান ঘটিয়েছে, সেই শাসনে ফেরাতে চাইছে। নির্বাচন কমিশন, বিচারব্যবস্থা, পেগাসাস সব গণতন্ত্র ধ্বংস করার কাজে এই সরকারের অস্ত্র। কিন্তু সেটা কখনও সম্ভব নয়, গরিব ভারতবর্ষ জাগবেই। সরকারের বিদেশনীতি নিয়েও সরব হয়েছেন রাহুল।

করোনাকে ফাঁকি দিতে 'পাড়ায় শিক্ষালয়', চিন্তা রোদ্দুরের তাপ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : 'পাড়ায় শিক্ষালয়' বা মুক্তাঙ্গনে শিক্ষালয় শুরুর কথা বলেছে রাজ্য। কিন্তু ক'দিন বাদেই রোদ্দুরের তাপ বাড়তে শুরু করবে বলে আশঙ্কা। প্রায় ২২ মাস পর আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন শুরু হচ্ছে 'পাড়ায় শিক্ষালয়'। খোলা আকাশের নিচে হলেও চারপাশ ঘেরা পরিবেশে শিক্ষার্থীদের ক্লাশ করার জন্য নানা পরিকাঠামোর প্রস্তুতি ও স্থান নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে নানা জায়গায়।

বুধবার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন কলকাতার কিছু কাউন্সিলর। দিন কয়েক পর থেকেই রোদের তীব্রতা আরও বাড়বে এবং পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে বলে আবহাওয়াবিদদের আশঙ্কা তাই চিন্তিত পৌরপ্রতিনিধিরা। এই অবস্থায় মাথার উপরে তাবু বা চাঁদোয়া টাঙানোর প্রস্তুতিও নিচ্ছেন একাধিক কাউন্সিলর।

করোনাকালীন পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে অনলাইন মাধ্যমে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অন্য রকম সমস্যা রয়েছে। সকলের কাছে যেমন স্মার্টফোন নেই, তেমনই প্রত্যন্ত এলাকায় নেটওয়ার্কের সমস্যাও অনলাইন ক্লাসের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।এমত পরিস্থিতিতে রাজ্যের পড়ুয়াদের কথা ভেবে 'পাড়ায় শিক্ষালয়' প্রকল্প চালু করছে রাজ্য সরকার। প্রকল্পের নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পড়ুয়াদের সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, পড়া ও লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে নাচ, গান, আবৃত্তির মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে 'পাড়ায় শিক্ষালয়' এ। সরকারের দাবি, 'পাড়ায় শিক্ষালয়' প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবে রাজ্যের ৬০ লাখেরও বেশি পড়ুয়া। ক্লাসরুমের বাইরে খোলা জায়গায় পঠনপাঠনের একটি মূল উদ্দেশ্য হল করোনা থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষিত রাখা। সেই কারণেই মুক্তাঙ্গনে পড়ানোর সিদ্ধান্ত। তাই এক্ষেত্রে কোভিড বিধি যাতে সঠিকভাবে পালন করা যায়, তা নিশ্চিত করতে ততপর শিক্ষা দফতর। শারীরিক দূরত্ববিধি বজায় রাখা, মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ব্যবহার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটের ইতিবাচক নানা দিক তুলে ধরলেন ডঃ সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কেন্দ্রীয় বাজেটের ইতিবাচক নানা দিক তুলে ধরলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

বুধবার তিনি টুইটারে চারটি টুইট করেন। তিনি লিখেছেন, দেশের নিরাপত্তার জন্য, আমাদের সেনাবাহিনী, আমাদের জওয়ানরা দিনরাত নিয়োজিত। তাঁরা তাঁদের জীবনও ঝুঁকিতে ফেলেছেন। সীমান্তে মোতায়েন সৈন্যদের জন্য সীমান্ত গ্রামগুলোও দুর্গ হিসেবে কাজ করে। তাই সীমান্তবর্তী ওই গ্রামগুলোর দেশপ্রেমিক চেতনাও বিস্ময়কর।এই বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে যে সম্ভাবনাময় জেলাগুলিতে, রাজ্যগুলির সাথে সমন্বয় সম্ভাবনাময় ব্লক তৈরি করে সেগুলিতে কাজ করা হবে। এর ফলে উন্নয়নমূলক কাজগুলি সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে যেতে পারবে, স্থানীয়দের ক্ষমতায়ন করবে।

আজ, আমাদের দেশ প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য তেল আমদানি করছে। আমরা আমদানির উপর নির্ভরশীল। ডাল পুষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভোজ্য তেলে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য, আমরা আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে একটি জাতীয় মিশন শুরু করছি এবং এটি আমাদের কৃষকদের আরও শক্তিশালী করবে।আমরা একটি প্রাকৃতিক কৃষি করিডোর তৈরির পদক্ষেপ নিয়েছি যা ২,৫০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রায় ১০ কিলোমিটার চওড়া হবে। প্রথম পর্যায়ে, এটি উত্তরাখণ্ড, ইউপি, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদীর আশেপাশে বাস্তবায়িত হবে। এটি একটি সম্পূর্ণ ইকো-সিস্টেম হবে।

'আত্মনির্ভরঅর্থব্যবস্থা' শিরোনামে এইসব টুইট করেন সুকান্তবাবু। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারও বাজেট পেশের ঠিক পরে তিনি এর নানা ইতিবাচক দিক নিয়ে একগুচ্ছ টুইট করেছিলেন।

খুলছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেল খোলা নিয়ে ধোঁয়াশা

শান্তিনিকেতন, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার, ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে খুলে যাচ্ছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।মঙ্গলবার বৈঠকে বসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকেই খুলবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। আগামীকাল থেকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বিশ্বভারতীতে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পঠনপাঠনও শুরু হচ্ছে। তবে, হোস্টেল খোলা নিয়ে এখনও কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি কর্তৃপক্ষ, ফলে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। হোস্টেল না খুললে সমস্যায় পড়বেন বাইরে থেকে আসা পড়ুয়ারা। ক্লাস চালুর সঙ্গে অবিলম্বে হোস্টেল খোলার দাবিতে সরব হয়েছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। যদিও এ নিয়ে এখনও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার থেকেই রাজ্যে খুলে চলছে সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের কাছে দুর্ঘটনায় মৃত ১

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের কাছে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। বুধবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই সাইকেল আরোহীর। পলাতক বাসচালক। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকাল ৯টা নাগাদ অফিস টাইমে বি গার্ডেন রুটের ওই বাসটি সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের এসডিএফ মোড় দিয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয়দের দাবি, বাসটি যথেষ্ট দ্রুত গতিতেই চলছিল। সেই সময় এক সাইকেল আরোহী ওই বাসটির সামনে চলে আসে। গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বাসচালক। পরিবর্তে বাসটি ধাক্কা মারে এক সাইকেল আরোহীকে। ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে বাস রাস্তার মাঝে দাঁড় করিয়ে রেখে পালিয়ে যায় বাসচালক। তবে বাসটিকে বাজেয়াপ্ত করে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। ওই বাসচালকের খোঁজে তদন্ত চলছে। বাস দুর্ঘটনায় নিহতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। দুর্ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

করোনা আক্রান্ত রজনীকান্ত কন্যা ঐশ্বর্যা, চিকিৎসাধীন হাসপাতালে

চেন্নাই, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করোনা আক্রান্ত দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্তের কন্যা বড় মেয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই পোস্ট করে করোনা আক্রনাত হওয়ার কথা জানান ঐশ্বর্যা।

তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত সাবধানতা মেনে থেকেও তিনি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি তাই সকলকে তিনি অনুরোধ করে লিখেছেন-'মাস্ক পরুন, সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন'। সঙ্গে নিজের একটি ছবিও পোস্ট করেছেন ঐশ্বর্যা। হাসপাতালের বেডে শুয়ে সেই ছবি তুলে পোস্ট করেছেন তিনি। হাতে নল গাঁথা রয়েছে তাঁর। চোখ মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট।

পুরভোট নিয়ে সর্বদল বৈঠক রাজ্য নির্বাচন কমিশনে

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পুরভোট নিয়ে চাপানউতোর অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে বুধবার সর্বদল বৈঠক ডেকেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ২৭ ফেব্রুয়রিই হবে বাকি ১০৮ পুরসভার ভোট। সূত্রের খবর, ৩ ফেব্রুয়ারিই জারি হতে পারে নির্দেশিকা। একথা মাথায় রেখেই নির্বাচন কমিশনের জোরদার তৎপরতা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কমিশনের তরফ থেকে। বিজেপির পক্ষ থেকে এই পুরসভা ভোট পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তুলে কমিশনকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। যদিও রাজ্যের শাসক দল এই পুরভোটকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার পথে। বাম কংগ্রেসও প্রার্থী তালিকা প্রায় তৈরি করে ফেলেছে। এখন দেখার, এই পুরসভাগুলির ভোটের বিজ্ঞপ্তি ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখ কমিশন প্রকাশ করে কিনা। যদিও চার পুরনিগম সহ ১০৮টি ভোট গণনা একই দিনে করার দাবি জানানো হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে।

ভূমিধসে মৃত্যু বেড়ে ২২, আহত কমপক্ষে ৪৭ জন

কুইটো, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ইকুয়েডরের রাজধানী কুইটো ও সংলগ্ন এলাকায় প্রবল বর্ষণের জেরে ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২২। গত দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় বুধবার (ভারতীয় সময়) পর্যন্ত ভূমিধসে আহত হয়েছেন ৪৭ জন। ভেঙে পড়েছে কমপক্ষে ৮টি বাড়ি। টানা ২৪ ঘন্টা প্রবল বৃষ্টির পর জলস্রোতের সঙ্গে রাজধানী শহর কুইটোয় পাথর ও কাদা ভেসে আসে; ভাসিয়ে নিয়ে যায় গাড়ি, ঘরবাড়ি। প্রবল বর্ষণের পর পিচিঞ্চা আগ্নেয়গিরির পাদদেশ থেকে বন্যার জল রাজধানী শহরে ছড়িয়ে পড়ে। কুইটো শহরের মেয়র সান্তিয়াগো গার্ডেরাস বলেছেন, গত শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে।

ফের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ তৃণমূলনেত্রীর

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূলের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হওয়ার পরই ফের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মঞ্চ থেকে বাংলার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূলনেত্রী। নাম না করেই বললেন, "যিনি নিজেকে সবজান্তা মনে করেন, তিনি এটা জানেন না যে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া যখন খুশি যে কোনও উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের তলব করা যায় না।" এই সঙ্গে, রাজ্যপালকে 'ঘোড়ার পাল' বলে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি মমতা।

বুধবার তৃণমূলের সাংগঠনিক নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেয়ারপার্সন পদে বিজয়ী হন। আর এই মঞ্চে ফের প্রকট হল রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। ইতিমধ্যেই রাজ্যপালকে সরানো নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছেও ধনকরকে নিয়ে নালিশ জানিয়েছেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা সৌগত রায়। সেই প্রসঙ্গ টেনে এদিন মমতা বলেন, "মা ক্যান্টিন চলছে, মানুষ ৫ টাকায় খেতে পাচ্ছে, তাতেও সমস্যা। বারবার শুধু জিজ্ঞেস করবে, কে সিদ্ধান্ত নিল, কী করে হল। আমার নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। কেন? জীবনে তো কখনও কাউন্সিলরও হওনি।"

এর পরই যোগ করেন, "সব অফিসার, আমলাদের ডাকছে। কখনও সিপি-কে ডাকছে, কখনও সিএস-কে ডাকছে। কোনও কাজ নেই, সবজান্তা। অথচ এটাই জানে না যে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া অফিসারদের এভাবে ডাকা যায় না। সবার ১১৯ (ভারতীয় দণ্ডবিধি) কেড়ে নিয়েছ। আর এখন আর্টিক্যাল দেখাচ্ছে।" সাধারণতন্ত্র দিবসের উল্লেখ করে রাজ্যপালকে 'ঘোড়ার পাল' বলেও তীব্র আক্রমণ করেন মমতা। বলে দেন, "ঘোড়ার সামনে ঘোড়ার পাল। বিজেপি এখানে দিয়েছে ঘোড়ার পাল। একদল ঘোড়ার পাল রাজ্য শাসন করতে পাঠিয়েছে। কথাটা মনে হয়েছিল ২৬ জানুয়ারি।" ধনকরকে 'পেগাসাসের আর এক বন্ধু', 'ছোট দালাল' বলেও তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি।

বাজেট নিয়ে ফের বিজেপি-কে বিঁধলেন মমতা

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কেন্দ্রের বাজেট নিয়ে বুধবার ফের বিজেপি-কে বিঁধলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বাজেট পেশের ঠিক পরেই টুইটারে তোপ দেগেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। বুধবার বাজেট প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, বিজেপি হিরে চায়। বাজেটে হিরের দাম কমেছে, মানুষের জন্য একটুও ভাবেনি কেন্দ্র। ডাল-ভাতের কথা ভাবা হয়নি। হিরের দাম কমিয়েছে। মমতা বলেন, "দুর্যোধন দুঃশাসন এঁদের কুশাসনের জ্বালায় গলায় দড়ি দিত'। কিছু বললেই পেগাসাস। পেগাসাস দুর্বিষহ নাভিশ্বাস উঠেছে। অভিষেক-পিকের ফোন ট্যাপ করেছে এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।" এ দিন রাজ্যপালকেও এক হাত নেন মমতা। বলেন, "জীবনে একবারও কাউন্সিলর হননি উনি (রাজ্যপাল), অথচ সব বিষয়ে পরামর্শ দেবেন বলে ডেকে পাঠাচ্ছেন। কেন ওঁর পরামর্শ শুনবো।" মমতা জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নোট বন্দির পর বাড়ির মেয়েদের লক্ষ্মীর ভাঁড়গুলো অকেজো হয়ে গিয়েছিল, সেই থেকেই লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভাবনা।পদ্ম-সম্মান নিয়ে মমতা বলেন, "পদ্মভূষণ রাজনৈতিক দূষণে পরিণত হয়েছে, সন্ধ্যা দিকে অসম্মান করা হয়েছে।" কংগ্রেসকেও একহাত নেন মমতা। বলেন, ওরা বিজেপির হয়ে ভোট করে দেয়। তৃণমূল স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী, আন্দোলনে বিশ্বাসী।

কর্মসংস্থান নিয়ে কেন্দ্রকে খোঁচা খাড়গের

বললেন কেন্দ্রীয় সরকারেই ৯ লক্ষ পদ শূন্য

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কর্মসংস্থান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানালেন রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ মল্লিকার্জুন খাড়গে। বলেছেন, '২০১৪ সালে আপনারা (বিজেপি) প্রতি বছর ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাহলে এতদিনে ১৫ কোটি চাকরি দেওয়া উচিত ছিল আপনাদের। আপনারা আসলে কত চাকরি দিয়েছেন?'

বুধবার রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ মল্লিকার্জুন খাড়গে কর্মসংস্থান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একাধিক প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, '২০১৪ সালে আপনারা (বিজেপি) প্রতি বছর ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাহলে এতদিনে ১৫ কোটি চাকরি দেওয়া উচিত ছিল আপনাদের। আপনারা আসলে কত চাকরি দিয়েছেন? এবারের বাজেটে আগামী ৫ বছরে মাত্র ৬০ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।' কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে খাড়গে বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারেরই ৯ লক্ষ পদ শূন্য। রেখে প্রায় ১৫ শতাংশ পদ খালি রয়েছে, ৪০ শতাংশ প্রতিরক্ষায়, এবং ১২ শতাংশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে। বর্তমানে শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার ৯ শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকায় ৭.২ শতাংশ।' খাড়গে আরও বলেছেন, 'দেশে বেকারত্বের হার বাড়ছে। বড় বড় কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বিনিয়োগ আসছে না এবং সরকারি চাকরির সংখ্যা সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে যুবকরা দুর্দশায় রয়েছে।'

বাংলা যে কী পারে না, এবার তা দেখাতে হবে দুর্গাপুজোয় : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "বাংলা যে কী পারে না, এবার তা দেখাতে হবে দুর্গাপুজোয়।" বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ছিল তৃণমূলের সাংগাঠনিক নির্বাচন। সেখানেই রাজ্যের সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার ডাক দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলার দুর্গাপুজোকে হেরিটেজ সম্মান দিয়েছে ইউনেস্কো। এবার সেই সম্মানকে সামনে রেখে রাজ্যে একমাস আগে থেকেই পুজোর উদযাপন শুরু হয়ে যাবে। আগেই এ কথা ঘোষণা করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তিনি জানালেন, এক মাস আগে রাজ্যে বিশাল মিছিল হবে। যার অগ্রভাগে থাকবেন রাজ্যের মহিলারা। এদিন মমতা দুর্গাপুজো কমিটির সদস্য ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসদের দায়িত্ব নিতে পরামর্শ দেন তিনি। দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে নির্দেশ দেন মমতা। জানিয়ে দেন আগামী কর্মসূচিও। তিনি জানিয়েছেন, এক মাস আগে মিছিল করা হবে। সেখানে ইউনেস্কোর স্বীকৃতিকে সামনে রেখে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মেয়েরা শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি করবেন। দুর্গাপুজোর একমাস আগে একটা মিছিল করব। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মা-বোনেরা শঙ্খ বাজাবে। সংখ্যালঘুরাও শামিল হবে। শঙ্খ উলুধ্বনি কাকে বলে বাংলা দেখবে।" বাংলার দুর্গাপুজো মানেই নানান দেশের স্থাপত্যের আঙ্গিকে মণ্ডপ। আলোকসজ্জায় দেশ বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভিনরাজ্য তো বটেই, পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে দর্শনার্থীরা আসেন দুর্গাপুজো দেখতে। গত আগস্ট মাসে ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় স্থান পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ। ডিসেম্বরে আসে সেই স্বীকৃতি। তারপর থেকেই আনন্দে মেতে উঠেছে বঙ্গবাসী। ইতিমধ্যে রাজ্যে অকাল দুর্গাপুজো হয়েছে। বিশাল মিছিল করেছে পুজো উদ্যোক্তারা। রাজ্যের তরফেও জানানো হয়েছে, এবার রাজ্যে পুজো উদযাপন শুরু হবে ১ মাস আগে। এবার সেই তালিকায় জুড়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত নয়া কর্মসূচিও।

জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ রদের পর নিকেশ ৪৩৯ সন্ত্রাসী, শহিদ ১০৯ জন জওয়ান

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু-কাশ্মীর থেকে অনুচ্ছেদ ৩৭০ রদের পর থেকে এযাবৎ নিকেশ হয়েছে ৪৩৯ জন জঙ্গি। মৃত্যু হয়েছে ৯৮ জন সাধারণ নাগরিকের এবং সুরক্ষা বাহিনীর ১০৯ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। বুধবার রাজ্যসভায় এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, অনুচ্ছেদ ৩৭০ রদের পর থেকে এযাবৎ ৫৪১টি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, জম্মু-কাশ্মীর থেকে অনুচ্ছেদ ৩৭০ রদের পর থেকে এখনও পর্যন্ত নিকেশ হয়েছে ৪৩৯ জন জঙ্গি, মৃত্যু হয়েছে ৯৮ জন সাধারণ নাগরিকের ও সুরক্ষা বাহিনীর ১০৯ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। অনুচ্ছেদ ৩৭০ রদের পর থেকে ৫৪১টি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে জম্মু-কাশ্মীরে।

জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে উন্নয়নমূলক কাজও দ্রুততার সঙ্গে চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, ২০১৯ সাল থেকে লাদাখে ১,৪১,৮১৫টি নতুন উন্নয়নমূলক কাজ অথবা প্রকল্প এবং জম্মু-কাশ্মীরে ১৭,৫৫৬টি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের তথ্য অনুসারে, ৪৪, ৬৮৪ জন কাশ্মীরি পরিবার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশনার (অভিবাসী), জম্মুর অফিসে নিবন্ধিত, যার মধ্যে ১,৫৪,৭১২ জন রয়েছেন।

খুনে অভিযুক্তদের খোঁজে ৫০ হাজার পুরস্কার ঘোষণা সিবিআইয়ের

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় দু'টি পৃথক খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত আরও চার জনের বিরুদ্ধে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা এবং সেই সঙ্গে হুলিয়া জারি করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)। এ কথা জানিয়েছেন সিবিআইয়ের ডিআইজি অখিলেশ সিংহ। এর আগে কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের সম্পর্কে তথ্য দিতে পারলে তথ্যদাতাকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিল সিবিআই। তার পর উত্তর ২৪ পরগনায় খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ন'জনের বিরুদ্ধেও একই ভাবে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে হুলিয়া জারি করেছিল সিবিআই। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে নির্বাচন-পরবর্তী হিংসায় খুনের ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই।

তালতলায় গেস্ট হাইসে আগুন দমকলের তৎপরতায় দ্রুত আয়ত্তে

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সাতসকালে আগুন-আতঙ্ক মহানগরীতে, বুধবার ভোরে কলকাতার তালতলায় আগুন লাগে একটি গেস্ট হাইসে। ভোর চারটে নাগাদ ৭ নম্বর দিদার বক্স লেনে অবস্থিত ওই গেস্ট হাইসের দোতলায় আগুন লাগে। সেই সময় দু''জন গেস্ট হাউসে ছিলেন, তড়িঘড়ি তাঁরা বেরিয়ে আসেন। আগুন লাগা মাত্রই খবর দেওয়া হয় দমকলে।

দমকলের দু''টি ইঞ্জিন কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল সূত্রে খবর, দোতলার লবির ফ্রিজ থেকে আগুন ছড়ায়। শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। বিশেষ ক্ষয়ক্ষতিও তেমন হয়নি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কতটা ভয়ানক ‘ওমিক্রন’?

দ্রুত ছড়াতে পারে তবে রোগের তীব্রতা কম; তারপরও ওমিক্রন হতে পারে ক্ষতিকর।

করোনাভাইরাসের বিভিন্ন ধরন বা ‘ভ্যারিয়েন্ট’য়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে বিশ্বব্যাপি গবেষকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন।

‘সুপার স্প্রেডার ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন’ এখন তুমুল আলোচনায়। অনেককিছু জানা গেছে ঠিক। তবে আরও জানার আছে বাকি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষকদের তথ্য একত্রিক করে করোনাভাইরাসের এই ধরন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তা তুলে ধরা হয় ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’র এক প্রতিবেদনে।

‘ওমিক্রন’য়ের সংক্রমণের গতি

১৮ জানুয়ারি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, “দ্রুত গতিতে ‘ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট’য়ের জায়গা দখল করে নিচ্ছে ‘ওমিক্রন’। এই মহামারীকালে এখন পর্যন্ত এতটা সংক্রমণের গতি দেখা যায়নি কোনো ধরনে।”

‘ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট’য়ের সংক্রমণ হার সম্পর্কে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ‘কোভিড-১৯ টেকনিকাল লিড এবং ‘এপিডেমিওলজিস্ট’ মারিয়া ভ্যান কেরখোভ বলেন, “করোনাভাইরাসের এই নয়া ধরনের বিশেষ ‘মিউটেশন’য়ের কারণে এটি মানবকোষের সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে খুব সহজে। এর সংক্রমণের হার বেশি হওয়া এটাই প্রথম কারণ।”

“দ্বিতীয় কারণ হল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা। অর্থাৎ যারা টিকা নিয়েছেন এবং যারা একবার হলেও আগে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তারাও পুনরায় আক্রান্ত হতে পারেন।”

সংক্রমণের হার বেশি হওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ তুলে ধরেন কেরখোভ।

“আপার রেসপিরাটরি ট্র্যাক্ট’ বা শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগে এই নয়া ‘ভ্যারিয়েন্ট’ নিজের নকল তৈরি করতে পারে। অন্য কোনো ‘ভ্যারিয়েন্ট’য়ে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়নি। আর শ্বাসতন্ত্রের এই অংশে থাকার কারণে ভাইরাস শরীরে ছড়িয়ে পড়াও সহজ হয়।”

‘ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলস’য়ের ‘প্যাথলজি অ্যান্ড ল্যাবরেটরি মেডিসিন’য়ের সহকারী অধ্যাপক শ্যাংজি ইয়্যাং বলেন, “যে দূর্বার গতিতে ‘ওমিক্রন’ মানুষকে গ্রাস করছে তা আসলেই অভূতপূর্ব। শুরুতে বিশ্বব্যাপি করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১ শতাংশের মাঝে ছিল ‘ওমিক্রন’। মাত্র দুই সপ্তাহে তা পৌঁছে যায় ৫০ শতাংশে। আর এক মাসে শতভাগ। কোনো ভাইরাস এত সংক্রমণক্ষম হতে পারে তা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল।”

যে কারণে ‘সুপার স্ট্রেডার’

বার্লিংটন’য়ের অবস্থিত ‘ইউনিভার্সিটি অফ ভেরমন্ট’য়ের ‘ভাইরোলজিস্ট’ এমিলি ব্রুস বলেন, “করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া এবং টিকা নেওয়ার কারণে শরীরে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে ‘অ্যান্টিবডি’ তৈরি হয়। কিন্তু ‘ওমিক্রন’য়ের জিনগত গঠন এমনই যে ওই ‘অ্যান্টিবডি’ একে শনাক্ত করতে পারে না। ফলে ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।”

অসুস্থতার মাত্রা কম কেনো?

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, “করোনাভাইরাসের এই ধরন নিয়ে প্রাথমিক গবেষণায় দেখা যায়, ফুসফুসের কোষকে সংক্রমিত করার ক্ষমতা এর কম। এ কারণেই হয়ত মানুষ এতে আক্রান্ত হলেও অসুস্থতা তীব্র পর্যায়ে পৌঁছায় না।”

ভারতের লোক নায়েক হাসপাতালের ‘মেডিকাল ডিরেক্টর’ ডা. সুরেশ কুমার বলেন, ““ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট’য়ের সঙ্গে তুলনা করলে ‘ওমিক্রন’ শরীরে যেমন দ্রুত ছড়ায় তেমনি শরীর থেকে বের হয়েও যায় দ্রুত। আর টিকা নেওয়ার কারণেও মানুষের অসুস্থতার তীব্রতা কমছে

‘ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস’য়ের ভাইরাস বিশেষজ্ঞ জেরেমি লুবান বলেন, “করোনাভাইরাসের রূপ বদলানো গতি বেড়ে গেছে এমনটা ভাবার কারণ নেই। যেখানেই হোক এই ধরন এতদিন তৈরি হচ্ছিল শুধু আমাদের সামনে আসেনি। ‘ওমিক্রন’ প্রাণঘাতি নয় ঠিক। তবে এর মারাত্মক সংক্রমণ গতির কারণে আগামি কয়েক বছর এটি আমাদের মাঝে থাকবে।”

গ্লাডস্টোন ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজি’র সাবেক পরিচালক এবং বর্তমান ‘সিনিয়র ইনভেস্টিগেটর’ ডা. ওয়ার্নার গ্রিন বলেন, “সবচাইতে দারুণ ব্যাপার হবে যদি করোনাভাইরাসের এই ধরন এতোটাই দুর্বল হয়ে যায় যে তা নিজেই টিকাতে পরিণত হয়। তখন এটি দ্রুত ছড়াবে ঠিকই কিন্তু কোনো শারীরিক অসুস্থতা তৈরি করবে না। এমন পরিস্থিতিতে মহামারীও তার তাণ্ডব হারাবে।” তখন শুধু তারাই অসুস্থ হবেন যারা টিকা নেননি এবং কখনই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হননি।

দেশে ৭০ শতাংশ মৃত্যু অসংক্রামক রোগে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারসহ কয়েকটি রোগ দেশের ৭০ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন অসংক্রামক রোগে বেশি মারা যাচ্ছে ৩০ থেকে ৭০ বছর বয়সীরা। বুধবার ঢাকার সোনারগাঁও হোটেলে প্রথম জাতীয় অসংক্রামক রোগ সম্মেলনের প্রথম দিন শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাদের উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস আছে- এমন তিনজনের একজন মানুষ জানে না, তিনি কিডনি রোগে ভুগছেন। দেশে ১০০ জনের মধ্যে ৫০ জনই জানে না তাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে। আবার যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের অর্ধেকের বেশি জানেন না রোগটি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আক্রান্তদের প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৭৭ জন ওষুধ খাচ্ছে, কিন্তু তাদের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে নেই।

প্রথম জাতীয় অসংক্রামক রোগ সম্মেলনের সদস্য সচিব ডা. শামীম হায়দার তালুকদার সাংবাদিকদের জানান, ৩৫ বছরের উপরে ৫০ শতাংশ মানুষের উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের লক্ষণ থাকার কথা শুনতে পারেন বা পরীক্ষা করে দেখেন। “তখন থেকেই ওষুধ খাওয়া শুরু করে কিন্তু চিকিৎসকের কাছে যায় না। এ কারণে দেশে অসংক্রামক ব্যাধি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমাদের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সবার মধ্যেই জ্ঞানের অভাব রয়েছে। সবাই মনে করে অসুখটা ধরা পড়ার পরে অসুখটা হয়েছে। কিন্তু অসুখটা ধরা পড়ছে শেষ সময়। তারপর থেকে প্রতিদিন চিকিৎসা নিতে হবে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওষুধ খেতে হবে। অর্থাৎ আমাদের অসুখটা হওয়ার আগেই ডায়াগনোসিস করতে হবে।” সম্মেলনে অংশ নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, “এনসিডি (অসংক্রামক রোগ) বাংলাদেশের জন্য ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যঝুঁকি ও উদ্বেগের কারণ হচ্ছে। এনসিডি প্রতিরোধে সরকার নানা কর্মসূচি নিয়েছে। “দেশের আট বিভাগে ক্যান্সার, কিডনি ও হৃদরোগের হাসপাতাল স্থাপন করা হচ্ছে। দেশের সব জেলা হাসপাতালে ১০ বেডের ডায়ালাইসিস ও আইসিই বেড স্থাপন করা হচ্ছে। উপজেলা হাসপাতালসহ দেশের সব হাসপাতালে এনসিডি কর্নার করা হয়েছে। পাশাপাশি মানুষের এনসিডি প্রতিরোধে মানুষের মধ্যে

সচেতনতা বাড়াতে হবে।”

সম্মেলনে যুক্ত হয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস বলেন, “অসংক্রামকব্যাধির কারণে বাংলাদেশসহ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। “তামাকের ব্যবহার, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার কারণে এনসিডি বাড়ছে। যারা এনসিডিতে ভুগছে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়েও তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। এনসিডি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে।”

আছে। “দেশে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস ও ক্যান্সারসহ কয়েকটি রোগে ৭০ শতাংশ মানুষ মারা যায়। যারা অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত, তাদের চিকিৎসা নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রতিরোধের উপর জোর দিতে হবে। এ প্রতিরোধের জন্য আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।” আইসিডিডিআরবি’র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. আলিয়া নাহিদ বলেন, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কতজনের উচ্চ রক্তচাপ আছে তা খুঁজলে দেখা যাবে ১০০ জনের মধ্যে ৫০ জনই জানে না তারা এই রোগে আক্রান্ত। প্রাথমিকভাবে মানুষ ফার্মেসিতে ওষুধ কিনতে গিয়ে উচ্চ রক্তচাপ

পাকা কমলা চেনা ও সংরক্ষণের উপায়

রং দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। কারণ কিছু জাতের কমলা পাকলেও সবুজ কিংবা বাদামি থাকে।

যারা সচরাচর ফল কেনেন না তাদের জন্য দোকানের অসংখ্য ফলের মধ্য থেকে ভালোটা বেছে নেওয়া কঠিন।

কমলা কেনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আর ভালো ফল কিনে ফেলতে পারলেই যে কাজ শেষ তাও নয়। তা সঠিকভাবে সংরক্ষণও করতে হবে যাতে কয়েকদিন রেখে খাওয়া যায়।

নিউ ইয়র্কের ‘কালিনারি ডায়েটিশিয়ান নিউট্রিশনিস্ট’ নিকোল স্টেফানো রিয়েলসিম্পল ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, “ভালো কমলা বেছে নেওয়ার ব্যাপারটা শুধু দাগ নেই এমন ফলটা বেছে নেওয়ার মতো সহজ নয়। একটি পাকা ভালো কমলার খোসা হবে পাতলা, রং হবে উজ্জ্বল, সুবাস হবে তাজা, অন্যান্য ফলের তুলনায় একটু ভারি মনে হবে এবং হাতে নিলে শক্ত মনে হবে। কমলা হালকা হলে ভেতরে শুষ্ক হতে পারে।”

এমি অ্যাওয়ার্ড’য়ের ‘নমিনেশন’ পাওয়া রন্ধনশিল্পী নাথান লিয়ন লস অ্যাঞ্জেলস’য়ের ‘ফার্মার্স মার্কেট’য়ে বহু বছর ধরে কাজ করেন।

তিনি বলেন, “কমলা ভারি হওয়াটা ভালো ইঙ্গিত, যার কারণ মূলত ভেতরের রসের মাত্রা। কমলায় কোনো নরম অংশ থাকবে না, ওপরের খোসা কুচকানো থাকবে না বা পঁচা দাগ থাকবে না। সুবাস নেওয়া আগে কমলার খোসার গায়ে হালকা আঁচড় কেটে নিন। সুবাস যত তাজা হবে ততই ভালো ওই কমলা। কমলার গায়ের রং দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। কারণ কিছু জাতের কমলা পাকলেও সবুজ কিংবা বাদামি রং ধারণ করে।”

কমলা সংরক্ষণের উপায়

কীভাবে সংরক্ষণ করবেন তা নির্ভর করবে কমলা পাকা কি-না তার ওপর।

কমলার বয়স বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তা কক্ষ তাপমাত্রায় রাখবেন, ‘ফ্রিজ’য়ে রাখবেন, না-কি ‘ডিপ ফ্রিজ’য়ের রাখবেন। লিয়ন বলেন, “সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে এবং তাতে ফরমালিন ব্যবহার করা না হলে তাজা কমলা সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো থাকে।”

দক্ষিণ ক্যারোলাইনা’র ‘হার্ড প্রভিশনস’য়ের রাঁধুনি জিন ওলেকসিয়াক বলেন, “সরাসরি গাছ থেকে কমলা সংগ্রহ করতে পারলে তা একটি ঝুড়িতে কক্ষ তাপমাত্রায় রাখতে পারেন। আবহাওয়ার আর্দতার মাত্রায় ওপর নির্ভর করে এই পরিস্থিতিতে কমলা এক সপ্তাহ ভালো থাকবে। খেয়াল রাখতে হবে কমলার ওপর যাতে সরাসরি সূর্যের আলো না লাগে। কারণ গরমে কমলা দ্রুত পাকতে শুরু করবে, ফলে নষ্টও হবে দ্রুত।”

কমলা দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চাইলে তা ‘ফ্রিজ’য়ে রাখতে হবে। লিয়ন বলেন, “পলিব্যাগে নয়, খোলা অবস্থায় কমলা ‘ফ্রিজ’য়ের কোনো বাক্সে রাখা উচিত। বায়ুরোধক ব্যাগে রাখা যাবে না, অন্যথায় ওই ব্যাগে আটকে থাকা আর্দতায় কমলা নষ্ট হয়ে যাবে।”

স্টেফানো বলেন, “ফ্রিজ’য়ে কমলা প্রায় দুই মাস পর্যন্ত ভালো থাকতে পারে। তবে কমলার সঙ্গে একই বাক্সে অন্য ফল থাকলে সময়কাল কমবে, ছত্রাক সংক্রমণ হতে পারে। এজন্য নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। খেয়াল রাখবেন, কমলা খাওয়ার সময়ের আগে তাতে পানি লাগানো যাবে না।”

কমলা বছর জুড়ে সংরক্ষণ করতে চাইলে ‘ডিপ ফ্রিজ’য়ে রাখতে হবে। কমলার ছিলে কোয়াগুলো আলাদা করে বায়ুরোধক ব্যাগে করে রাখতে হবে। তবে এই কোয়াগুলো সরাসরি বরফ গলিয়ে খেতে ভালো লাগবে না। জুস বানিয়ে পান করতে হবে। আর জুসই যদি পান করেন হবে তাজা কমলার রস করে নিয়ে সেটাই ‘ডিপ ফ্রিজ’য়ে রাখা হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

অতিরিক্ত চুইংগাম খাবেন না খেলে হতে পারে মারাত্মক বিপদ

আপনার মানসিক চাপ হচ্ছে, অসময়ে ক্ষুধা লাগছে, মুখে দুর্গন্ধ হচ্ছে- এই পরিস্থিতিগুলোতে চুইংগামকে আমরা খুব ভরসা করি। চুইংগাম চিবালেই যেন সমস্যার সমাধান অনেকটাই হয়ে যায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন, চুইংগাম চিবালে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়। কারণ চুইংগামের পার্শপ্রতিক্রিয়া অনেক। আজ জেনে নেবো চুইংগাম খাওয়ার বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে:

হতে পারে জাঙ্কফুড আসক্তি : গবেষণা থেকে প্রমাণিত যে, মিন্ট ফ্লেবারের চুইংগাম খেলে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ইচ্ছা চলে যায়। তবে এর পরিবর্তে ভাজাপোড়া এবং শরীরের জন্য ক্ষতিকর জাঙ্ক ফুড খাওয়ার ইচ্ছা বেড়ে যায়। এই খাবারগুলো শরীরের কোনো উপকার তো হয় ই না, উপরন্তু একাধিক রোগ বয়ে নিয়ে আসে। যেমন- কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস এবং নানাবিধ হার্টের রোগের আশঙ্কা বেড়ে যায়। বাড়তে পারে ওজনও।

পেশির ক্ষতি হয় : চুইংগাম চিবানোর সময় যতটুকু প্রয়োজন তার থেকে বেশি কাজ করতে হয় মুখের পেশিকে। দীর্ঘসময় ধরে এমন হতে থাকলে একসময়ে গিয়ে টেম্পোরামেন্ডিবুলার জয়েন্ট ডিজঅর্ডার এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। এই রোগটি হলে শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দেখা দেয়।

পেটের রোগ : চুইংগাম চিবানোর সময় প্রচুর পরিমাণে বায়ু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। ফলে পেটে যন্ত্রণা, অস্বস্তি, হজমের সমস্যা সহ একাধিক পেটের রোগ দেখা দেয়। অ্যাসিডিটি এবং গ্যাসের মতো সমস্যা হওয়ার ক্ষেত্রেও চুইংগামের ভূমিকা থাকে।

মাথা যন্ত্রণা : চুইংগামে থাকা প্রিজারভেটিভ, আর্টিফিশিয়াল ফ্লেবার এবং মাত্রাতিরিক্ত চিনির কারণে শরীরে টক্সিক উপাদানের পরিমাণ বেড়ে যায়, যে কারণে মাথা যন্ত্রণা এবং অ্যালার্জির প্রকোপ বৃদ্ধির পাওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

দাঁতের ক্ষয় হয় : অতিরিক্ত চুইংগাম খেলে দাঁতের ক্ষয় হতে শুরু করে। কারণ চুইংগামে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে। যার ফলে এই ক্ষয় হয়। এছাড়াও মুখ গহ্বরে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দতে পারে। যার ফলে মুখের বিভিন্ন ইনফেকশন বা রোগ হতেই পারে।

ডায়রিয়া : ডায়রিয়ার সঙ্গে চুইংগামের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। কারণ এতে থাকা মানিটোল এবং সর্বিটল নামে দুটি উপাদান থাকে। এগুলো আর্টিফিশিয়াল সুইটনার বা কৃত্রিম চিনি ইন্টেস্টাইনের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে ডায়রিয়া, পেট খারাপ সহ নানারকম রোগের আশঙ্কা দেখা যায়।

ভ্রূণের ক্ষতি করে : গর্ভাবস্থায় চুইংগাম খাওয়া খুবই অস্বাস্থ্যকর। এর মধ্যে রয়েছে সিনথেটিক উপাদান। এটি ভ্রূণের বৃদ্ধিতে বাজে প্রভাব ফেলে।

ত্বকের খেয়াল রাখতে দই দিয়ে স্নান করেন

প্রত্যেক মানুষেরই ত্বকের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণের চেয়ে স্কিন কেয়ারে বেশি নজর দেন সেলেব্রিটিরা। কোনও বিদেশি পণ্য নয়, দেশি উপায়, ঘরোয়া পদ্ধতিতে মাস্ক তৈরি থেকে শুরু করে চিনি, গোলাপজলের স্ক্রাব দিয়ে ঠোঁট স্ক্রাব করার পক্ষপাতী ভারতীয় অভিনেত্রীরা। রান্নাঘরে মজুত থাকা উপকরণ দিয়ে ত্বকের খেয়াল রাখতেই বেশ পছন্দ তারকাদের। তাদের মধ্যে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অন্যতম। তিনি বরাবর সাক্ষাতকারে বলে এসেছে, হেঁসেলের উপকরণ দিয়ে বানানো ফেসমাস্কই তাঁর সৌন্দর্যের আসল রহস্য। কোমল ও নিখুঁত ত্বকের জন্য ও স্কিন কেয়ার রুটিন হিসেবে কিছু ঘরোয়া ফেসমাস্ক ব্যবহার করেন। একটি ফ্যাশন ম্যাগাজিনকে সাক্ষাতকার দেওয়ার সময় এই গ্লোবাল আইকন অকপটে নিজের সৌন্দর্যের রহস্যের কথা জানিয়েছেন। প্রিয়াঙ্কার মতে, ঘরে পাতা দইয়ের ফেসিয়াল ত্বকের জন্য সবচেয়ে উপকারী। দই ও ওটস সমানভাবে মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করতে হবে। তাতে এক চিমটে হলুদ যোগ করে মাস্কটি ত্বকের মধ্যে ব্যবহার করে আধ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। শুকিয়ে গেলে হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলেন। প্রিয় বডি স্কিনকেয়ার উপকরণ হল গ্রিক ইয়োগার্ট দিয়ে স্নান করা। ঠিকই পড়ছেন। শাওয়ার নেওয়ার সময় প্রিয়াঙ্কা গোটা শরীরে গ্রিক ইয়োগার্ট ঘষতে পছন্দ করেন। সাবানের মতো এটি ভালভাবে মাসাজ করে ত্বক থেকে মৃতকোষ নিমেষে নির্মূল করতে সাহায্য করে। শুধু শরীরে নয়, চুলের যত্নের জন্য ব্যবহার করেন। খুশকি থেকে মুক্তি পেতে ও চুলের আর্দতা ফেরাতে দইয়ের ব্যবহার অনবদ। ওই জনপ্রিয় ম্যাগাজিনের মতে, প্রাকৃতিকভাবে ত্বকের পরিচর্চা করতে বেশি পছন্দ দেশি গার্লের। দৈনন্দিন জীবনে যতটা সম্ভব আয়ুর্বেদ উপকরণ ব্যবহার করতে ভালবাসেন। শুধু তাই নয় মুখের ত্বকের জন্য বেসন, মধু, হলুদ ও দই দিয়ে ক্লাসিক বেসন ফেসমাস্ক তৈরি করেন। এর জেরে ত্বকে লাবণ্য ফিরে আসে। দাগমুক্ত ত্বকের জন্য এই ফেসমাস্কটি বিশেষ কার্যকর। সম্প্রতি সারোগেসির মাধ্যমে ফুটফুটে শিশুকন্যার মা হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সেই আনন্দের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলকেই জানিয়েছেন। স্বামী নিক জোনাসের সঙ্গে ছবি তুলে শেয়ার ও করেছেন তিনি।

কোভিড: ভেতরে ভেতরে হতে পারে ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি

দীর্ঘদিন ধরে কোভিড-১৯ এ ভুগেছেন এমন ব্যক্তিদের ভেতরে ভেতরে ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে বলে সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে।

যুক্তরাজ্যে এ নিয়ে পাইলট আকারে গবেষণা হয়েছে বলে জানায় বিবিসি।

গবেষকরা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর ফুসফুসের অস্বাভাবিকতা পরীক্ষার জন্য ‘নোভাল জেনন গ্যাস স্ক্যান’ পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

গবেষণায় অংশ নিয়েছেন এমন ১১ জন যারা প্রথমবার কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলেও হাসপাতালে যাননি। কিন্তু ‘নেগেটিভ’ হওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, পরীক্ষায় তাদের ফুসফুসে লুকিয়ে থাকা অস্বাভাবিকতা দেখা গেছে। যেটি এক্স-রে বা সিট স্ক্যানে ধরা পড়েনি

এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে আরো বড় আকারে বিস্তারিত গবেষণা শুরু হয়েছে। এর আগে একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, কোভিডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে এমন ব্যক্তিদের ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গবেষকরা বলেন, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকা (লং কোভিড) ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশের ‘নেগেটিভ’ হওয়ার পরও কেন লম্বা সময় ধরে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এই প্রশ্নে উত্তরে উপরের গবেষণা খানিকটা হলেও আলোকপাত করেছে। যদিও শ্বাসকষ্ট হওয়ার আরো অনেক কারণ রয়েছে এবং সেগুলো বেশ জটিল। বিবিসি জানায়, অক্সফোর্ড, শেফিল্ড, কার্ডিফ এবং ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তিনটি আলাদা দলে ভাগ করা ব্যক্তিদের জেনন গ্যাস স্ক্যান এবং ফুসফুসের আরো কিছু পরীক্ষা করে সেগুলোর মধ্যে তুলনা করে দেখেছেন। পরীক্ষায় অংশ নেয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কোভিডে আক্রান্ত হলেও হাসপাতালে ভর্তি হননি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগেছেন এমন ব্যক্তি ছাড়াও ১২ জন এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন রোগে ভোগেনি। আর ১৩ জন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, যারা আক্রান্ত হলেও তেমন উপগর্স দেখা দেয়নি।

এদের সবাইকে জেনন গ্যাস শুকিয়ে তাদের এমআরআই করা হয়।

ফুসফুসে অক্সিজেন যেখানে যেখানে পৌঁছায় জেনন গ্যাসও সেই একই আচরণ করেছে। এমআরআই স্ক্যানে জেনন গ্যাস কোথায় কোথায় পৌঁছেছে সেটা দেখা গেছে। যার ফলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন ফুসফুস হয়ে অক্সিজেন কতটা ভালোভাবে রক্তে পৌঁছাচ্ছে।

গবেষকরা দেখেন, দীর্ঘদিন কোভিডে ভুগেছেন এমন ব্যক্তিদের প্রায় সবারই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিদের তুলনায় রক্তে অক্সিজেন কম পৌঁছেছে।

কোভিডের কারণে যাদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল তাদেরও একই সমস্যা দেখা গেছে।

গবেষকদের প্রধান, ফুসফুস বিশেষজ্ঞ ডা. এমিলি ফ্রাসের বিবিসিকে বলেন, “যখন রোগীরা তাদের শ্বাসকষ্টের কারণ জানতে ক্লিনিকে আসেন কিন্তু আমরা সেটার ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হই তখন খুবই হতাশ লাগে। বেশিরভাগ সময়ই এক্স-রে বা সিটি স্ক্যানে কোনো অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে না। “এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এবং আমি সত্যিই আশা করছি এটা ওই বিষয়ের উপর আরো আলোকপাত করবে।”

বাজেটে ডাক-পরিষেবার গোলাপি চিত্র ও তার বাস্তবায়ন

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : গত কয়েক বছরে ডাক-পরিষেবার যেটুকু উন্নতি হয়েছে, তা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, সমস্ত ডাকঘর সিবিএস-এর আওতায় এনে গ্রামীণ এলাকার মানুষের সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। বাজেটে ডাকঘর আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ভারত সরকার। এমনকি নেট ব্যাঙ্কিং মারফত ডাকঘরের অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টেও আর্থিক লেনদেন করার সুযোগ মিলবে। আমজনতার একটা বড় অংশের কিন্তু যথেষ্ঠ সন্দেহ আছে ডাকবিভাগের বেহাল অবস্থাকে কতটা কার্যকরী করা যাবে, তা নিয়ে। এ ব্যাপারে প্রাক্তন চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল (পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং আন্দামান ও নিকোবর) গৌতম ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথোপকথন।

প্রশ্ন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে জানিয়েছেন, এ বছরেই দেশের ১.৫ লক্ষ ডাকঘরেই চালু হবে কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেম (সিবিএস) অর্থাৎ অনলাইনে সমস্ত তথ্য রাখা এবং ব্যবহার করার ব্যবস্থা। ব্যাপারটা কী?

উত্তর প্রায় চব্বিশ হাজার বিভাগীয় ডাকঘরকে কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে (সিবিএস) আনার প্রক্রিয়া ২০১৬ সালেই শুরু হয়েছিল। সেই সময়েই ডাকঘরে এ.টি.এম. পরিষেবাও শুরু হয়। ইন্টার-অপারেবিলিটিও তার পরপরই শুরু হয় অর্থাৎ ডাকঘরের এ.টি.এম. কার্ড দিয়ে যেমন ব্যাঙ্কের এ.টি.এম. থেকে টাকা তোলা যাবে, ঠিক তেমনই ব্যাঙ্কের এ.টি.এম. কার্ড দিয়ে পোস্ট অফিসের এ.টি.এম. থেকেও টাকা তোলার ব্যবস্থা হয়।

প্রশ্ন শহরের বহু ডাকঘরেই এখন নেট সংযোগের লিঙ্ক না-থাকা এক বিরাট সমস্যা। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ডাকঘরকে সত্যি উন্নত করতে হলে পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন তো আরও বেশি?

উত্তর ২০১৯ সালে প্রোজেক্ট 'দর্পন'এর মাধ্যমে কাজ শুরু হয় গ্রামীন শাখা ডাকঘরগুলোকে বিভাগীয় পোস্ট অফিসের সিবিএস সিস্টেমের সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করার। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের শেষে দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ ডাকঘরই সিবিএস এর আওতায় চলে আসে। শুধু বাকি থাকলো সেই সমস্ত পোস্ট অফিস যেখানে বিএসএনএল উপযুক্ত শক্তির ইন্টারনেট পরিষেবা দিতে পারছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আন্দামান-নিকোবর বা সিকিমের, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও কালিম্পঙ বা দার্জিলিঙয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ ডাকঘরেই ইন্টারনেট পরিষেবা ছিল না। অনেক সময় হয়তো দেখা গেছে বিভাগীয় ডাকঘরটি হয়তো সিবিএস এর আওতায় কিন্তু সংশ্লিষ্ট গ্রামীন ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসগুলোকে তার সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করা যাচ্ছে না, সেই গ্রামে উপযুক্ত শক্তির ইন্টারনেট পরিষেবার অভাবে।অবস্থার কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে গত দু বছরে। চেন্নাইয়ের সঙ্গে পোর্টব্লেয়ারকে অপ্টিক্যাল ফাইবার কেবল দিয়ে সংযুক্তকরণের যে প্রোজেক্ট ডিসেম্বর ২০১৮ সালে শুরু হয়, সেই কাজ শেষ হয়েছে। ফলে পোর্টব্লেয়ারের বাইরে বিভিন্ন দ্বীপের প্রত্যন্ত ডাকঘরগুলিও ইন্টারনেট পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশকেই কোর ব্যাঙ্কিংয়ের আওতায় আনা গেছে। ভারত সরকার তাই ঘোষণা করতে পেরেছেন যে এবছরে প্রায় দেড় লক্ষ পোস্ট অফিসই কোর ব্যাঙ্কিংয়ের আওতায় এসে যাবে।

প্রশ্ন ডাকঘরের মাধ্যমে চলা কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের বিভিন্ন স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র আমজনতার বড় অংশের অন্যতম ভরসা। কিন্তু ব্যাঙ্কের মতো আর্থিক পরিষেবার ওই ক্ষেত্রটির মানোন্নয়নে কখনওই তেমন জোর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

উত্তর এতোদিন পোস্ট অফিসের একটি একাউন্ট থেকে অন্য একাউন্টে ফান্ড ট্রানসফার বাড়িতে বসেই করা যেতো কিন্তু ব্যাঙ্কের একাউন্ট থেকে ডাকঘরের একাউন্টে বা ডাকঘর থেকে ব্যাঙ্কে ফান্ড ট্রানসফার করা যেতো না। অর্থমন্ত্রী ঘোষনা করেছেন এখন তাও করা যাবে। প্রযুক্তি তো তৈরীই ছিল এখন সংশ্লিষ্ট মহলে নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ গ্রাহক উপকৃত হবেন।

প্রশ্ন এখনও ইন্টারনেট সংযোগের (লিঙ্ক) সমস্যায় গ্রাহক ও কর্মীরা জেরবার। বহু অফিসে মাসের পর মাস লিঙ্ক থাকছে না।

উত্তর হ্যাঁ, এখনও ডাকঘরের অনেক গ্রাহকই লিঙ্ক ফেইলিওরের অভিযোগ করেন। লিঙ্ক ফেইলিওর যে ব্যাঙ্কে বা রেলের বুকিং কাউন্টারে হয় না তা তো নয়, তবে ডাকঘরের নেটওয়ার্ক যেহেতু বহুগুণ বড়ো তাই লিঙ্কের সমস্যা এখানে বেশী যেটা গ্রাহককে ভোগায়। পোস্ট অফিস গুলোতে বিএসএনএল ছাড়াও স্ট্যান্ড-বাই ইন্টারনেট পরিষেবার ব্যবস্থা রাখা হয়। তবুও মাঝেসাঝে দুটো সিস্টেমই ফেল করে। সমস্যাটা বেশী প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আমার মনে হয় দেশের দেড় লক্ষাধিক পোস্ট অফিসে উপযুক্ত ইন্টারনেট ব্যবস্থায় আনাটা শুধুমাত্র ডাক বিভাগেরই চ্যালেঞ্জ না, দেশের ইন্টারনেট ব্যবস্থার কাছেও একটি চ্যালেঞ্জ। আশা করি আগামী দু-তিন বছরে এর একটা সুরাহা হবে।

প্রশ্ন কর্মী সঙ্কটে ভুগছে ডাকঘরগুলি। তিন জনের জায়গায় কোনও ডাকঘর এক জন দিয়ে চলছে।উত্তর হ্যাঁ। এটাও কেবল ডাক বিভাগ নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক মন্ত্রকের নানা বিভাগে সমস্যাটা রয়েছে। কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি অনুধাবন করে পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

কাছাড়ে বাজেয়াপ্ত আরও ৩,৫০০ বস্তা ইউরিয়া সার

আটক তিনটি ট্রাক সহ চালক, সিল গুদাম

শিলচর (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গত ৩০ জানুয়ারি গভীর রাতে খোদ পুলিশ সুপার ড় রমণদীপ কৌরের নেতৃাধীন পুলিশের দল মিজোরাম হয়ে মায়ানমারে পাচারের পথে কাছাড়ের ধলাই থানান্তর্গত ভাগা বাজারে ৪৫০ বস্তা ইউরিয়া সার বোঝাই সাতটি লরি বাজেয়াপ্ত করেছিল। এরই মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার রাতে পুলিশ সুপার কৌরের নেতৃত্বে আরও ৩,৫০০ বস্তা ইউরিয়া সার উদ্ধার করেছে কাছাড় পুলিশ। এছাড় একটি সারের গুদাম সিল করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে কাছাড়ের পুলিশ সুপার রমণদীপ কৌর এই খবর দিয়ে জানান, কাছাড় এবং ডিমা হাসাও জেলা সীমান্তবর্তী দামছড়ায় অভিযান চালিয়ে ইউরিয়া সার বোঝাই তিনটি ট্রাক তাঁরা বাজেয়াপ্ত করেছেন। তিনটি ট্রাক থেকে প্রায় ৩,৫০০ বস্তা ইউরিয়া সার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া সারের একটি অবৈধ গুদামও তাঁরা সিল করেছেন, জানান পুলিশ সুপার। তিনি জানান, অবৈধভাবে ইউরিয়া সার পাচারে জড়িত অভিযোগে বিলাল আহমেদ, ফারুখ আহমেদ এবং আইনুল হক নামের তিন ট্রাক চালককে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার আরও জানান, গতরাতে বাজেয়াপ্তকৃত সারগুলির মূল মালিক ধলাই থানার অন্তর্গত ভাগাবাজারের জনৈক জাকিরের বলে প্রদত্ত বয়ানে স্বীকার করেছে ধৃত ট্রাক চালকরা।

পুলিশ সুপার ড় কৌর জানান, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইউরিয়া সার এনে দামছড়ায় গড়ে তোলা গুদামে রাখা হয়। এ ধরনের বহু গুদাম কাছাড়ের শিলচর সহ বিভিন্ন এলাকায় গড়ে তুলেছে চোরাকারবারিরা। পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে মিজোরাম হয়ে মায়ানমারে ইউরিয়া সার পাচার করে সক্রিয় চক্র। তিনি জানান, পুলিশের কাছে খবর আছে, কিছুদিন থেকে হাফলং এবং নগাঁও শহরে আটক ছিল সার বোঝাই অসংখ্য লরি। কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে কালোবাজারের চক্রটি আচমকা তৎপর হয়ে উঠেছে। সুকৌশলে এরা হাফলং এবং নগাঁও শহরে আটক সার বোঝাই লরিগুলো কাছাড় জেলার বুক চিরে মিজোরাম হয়ে মায়ানমারে পাচার করতে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে শীঘ্রই সার-সিন্ডিক্যাটের চাঁইদের গ্রেফতার করে ইউরিয়া পাচারে যতি টানা হবে, দাবি পুলিশ সুপার রমণদীপ কৌরের।

২০২৪ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে হারাঙ্গাজাও এইচএস স্কুলের বয়েজ এবং গার্লস হস্টেল

হারাঙ্গাজাও (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার অন্যতম শহর হারাঙ্গাজাও থেকে বহু নেতা সাংসদ, বিধায়ক ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হয়েছেন। কিন্তু হারাঙ্গাজাও এলাকার যতটুকু উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল ততটুকু হয়নি, অভিযোগ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসার।

হারাঙ্গাজাও ইংলিশ পাবলিক হাইস্কুলকে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএস) স্কুলে উন্নীত করার পর আজ বুধবার এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন দেবোলাল গারলোসা, বিধায়ক নন্দিতা গার্লোসা সহ শিক্ষা বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্য লালসিয়ামে ডার্নে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পরিষদের স্থানীয় সদস্য তথা পরিষদের অধীনস্থ জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্য আমেন্দু হোজাই। এদিন হারাঙ্গাজাও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা বলেন, ২০২৪ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে হারাঙ্গাজাও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বয়েজ এবং গার্লস হস্টেল। তাছাড়া অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ সহ বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্প্রতি হারঙ্গাজাও ইংলিশ পাবলিক হাইস্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পর এবার প্রথম উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথমবর্ষে ৫২ জন ছাত্রছাত্রী ভরতি হয়েছে। কারণ হারাঙ্গাজাওয়ে এটিই একমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়া আর কোনও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। দীর্ঘদিন থেকে হারাঙ্গাজাওয়ে একটি কলেজ স্থাপনের দাবি ছিল হারাঙ্গাজাওবাসীর। কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই ডিমা হাসাও জেলায় উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করে দেবোলাল গারলোসা বলেন, পূর্বের কিছু নেতাদের জন্য এতদিন ডিমা হাসাও জেলার উন্নয়ন হয়নি।

এদিন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা হারাঙ্গাজাওয়ে একটি ১৩৭ বছরের পুরনো মন্দির ও মিনি স্টেডিয়াম, একটি ওয়েটিং শেড ও ট্রাইবাল মার্কেটের উদ্বোধন করেছেন। তাছাড়া এদিন দেবোলাল গারলোসা এক হাজার আসন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ভবন নির্মাণ করার পাশাপাশি শীঘ্রই হারাঙ্গাজাওয়ে স্থাপন করা হবে পেট্রোল পাম্প বলে জানান।

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অনুব্রত মন্ডল

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সিবিআই-এর নোটিস পাওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। রক্ষাকবচ পেতে বুধবার গিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টে। আবেদনের শুনানির আগে এ বার অসুস্থ অনুব্রতকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতির চিকিৎসায় বসছে মেডিক্যাল বোর্ড ।

বিধানসভা ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় খুন হয়েছিলেন বিজেপি কর্মী গৌরব সরকার। ইলামবাজারের গোপালনগরে ওই বিজেপি কর্মীর খুনের ঘটনায় অনুব্রতকে তলব করে সিবিআই। গৌরবের খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। তাতেই অনুব্রত মণ্ডলের নাম উঠে এসেছে বলে সিবিআই আধিকারিকদের দাবি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে খুন ও ধর্ষণের মামলার তদন্ত করছে সিবিআই।

নাম না করে কংগ্রেসকে তোপ মমতার

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যদি কংগ্রেস একমঞ্চে না আসে, তাহলে একলাই চলবে তৃণমূল। বুধবার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সমাবেশে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিজেপিই তাঁর পয়লা নম্বর শত্রু। তবে, তাঁর বক্তব্য, "একবার যদি হারো, তুমি জিতবেই। তুমি বিজেপিকে হঠাতে পারবেই। একটা পার্টি টাকায় চলছে। তারাই আমাদের প্রধান শত্রু। আমরা চেয়েছিলাম বিজেপি বিরোধী ফ্রন্ট একসঙ্গে আসুক। কিন্তু কেউ যদি অহঙ্কার নিয়ে বসে থাকে, তবে একলা চলো। লড়াই করতে হবে। একটা একটা করে ফুল দিয়ে মালা গাঁথব। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যদি কংগ্রেস একমঞ্চে না আসে, তাহলে একলাই চলবে তৃণমূল।"

আমরা চেয়েছিলাম বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে একছাতার তলায় আসুক, কেউ না এলে কী করব, তাই রবি ঠাকুরের ভাষায় এগিয়ে যাচ্ছি, 'একলা চলো রে'। বিজেপি ও কংগ্রেস চু কিতকিত খেলছে, কংগ্রেস বিজেপির হয়ে ভোট করাচ্ছে। সিপিএমকে হারাতে পারলে টাকায় চলা বিজেপিকেও হারাতে পারব।

সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিখোঁজ 'অধ্যাপক' পাত্র, বিয়ের দিন থানায় পাত্রী

মালদা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাত্রীপক্ষের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে বিয়ের দিনই চম্পট দিল বর। ঘটনাটি ঘটেছে মালদায়। বিষয়টি নিয়ে বুধবার ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পাত্রীর পরিবার। পাত্রী স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী। বাড়ি আলিপুরদুয়ারে। তাঁর দাবি, খবরের কাগজে 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপন দেখে বছর তিন আগে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন সুমন মজুমদার নামে এক যুবক। নিজেকে রায়গঞ্জের একটি কলেজের অধ্যাপক বলে পরিচয় দিয়ে জানান, তাঁর বাড়ি মালদা শহরের সর্বমঙ্গলাপল্লিতে।

পাত্রীর অভিযোগ, তিনি বার বার বিয়ের কথা বললেও এড়িয়ে যাচ্ছিলেন সুমন। অথচ বিয়ের কথা বলে সুমন তাঁদের থেকে বিভিন্ন সময়ে ছয় লক্ষ ৬০ হাজার টাকা নিয়েছেন বলেও অভিযোগ ওই তরুণীর। তরুণীর চাপে শেষ পর্যন্ত ২ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বুধবার মালদায় বিয়ে করার আশ্বাস দেন সুমন। নির্দিষ্ট দিনে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে মালদহে যান ওই তরুণী। কিন্তু তাঁর দাবি, বিয়ের দিন সকালে এক বার ফোন ধরেন সুমন। তার পর থেকে তাঁর মোবাইল সুইচড অফ। শেষ পর্যন্ত সুমনের ছবি নিয়ে সর্বমঙ্গলাপল্লিতে হাজির হন পাত্রী। কিন্তু তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এর পর তাঁরা ইংরেজবাজার থানায় সুমনের ছবি দিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন।পাত্রীর কথায়, "কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ফোনে ওঁর বাবাও কথা বলেন। তবে সুমন কোনও দিন নিজের ঠিকানা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত ও মালদায় বিয়ে করবে বলেছিল। রায়গঞ্জের কোন কলেজে চাকরি করে তা-ও কোনও দিন বলেননি। এখানে এসে থেকে ওঁকে ফোনে পাচ্ছি না। আমি জানতে চাই ওর পরিচয় কী? তাই ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ করেছি।"পাত্রীর বাবা প্রাক্তন সেনাকর্মী। তাঁর বক্তব্য, "কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওরা যোগাযোগ করেছিল। মেয়ে পছন্দ করার পর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। বার বার বলা সত্ত্বেও আমাদের বাড়িতে ছেলে কোনও দিনই যায়নি। তবে মেয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করত।

লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশে লড়বে তৃণমূল, ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আগামী লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশে থেকে লড়াই করবে তৃণমূল। বুধবার দলের সাংগঠনিক নির্বাচন শেষ হওয়ার পর কর্মীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই সঙ্গে তিনি এও বলেন, ওই রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোটে অখিলেশ যাদব এবং সমাজবাদী পার্টির হাত শক্ত করতে তিনি উত্তরপ্রদেশ যাবেন। সামিল হবেন প্রচারে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ এই ঘোষণাকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।তৃণমূল নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে তারা শুধুমাত্র আর আঞ্চলিক দল নয়। জাতীয় রাজনীতিতে অনেকদিন আগেই তারা বিজেপি-বিরোধী প্রধান মুখ হয়ে উঠেছে। নানা ইস্যুতে মোদী সরকারকে কার্যত তারা কোণঠাসা করার ক্ষেত্রে রীতিমতো সফল বলেও দাবি করছে তৃণমূল। গোয়ার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ঘাসফুল শিবির প্রার্থী দিয়েছে। শিবসেনা ওই দলের সঙ্গে জোট গঠন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেস কার্যত কোণঠাসা। এই পরিস্থিতিতে এবার পরবর্তী লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ঘোষণা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

আর বিধানসভা ভোটে অখিলেশের হয়ে প্রচারের উদ্দেশ্য বিজেপি বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করা। আর এই ঘোষণার পিছনে মূলত কাজ করেছে আগরতলা পুরভোটে দলের প্রচার।উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের প্রচারের সংবাদমাধ্যমের নজরে যে তৃণমূলনেত্রী থাকবেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত রাজনৈতিকমহল।

রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে পুরভোটে জেতার নিদান তৃণমূলনেত্রীর

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজনৈতিক ভাবে ও গণতান্ত্রিক ভাবে লড়াই করতে হবে। জিততে হবে পুরভোটে। বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের দলীয় সমাবেশ থেকে এই বার্তাই দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমার কাছে খবর এসেছে ২৭ জন বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলে আসতে চাইছে, নেওয়া হবে আসতে আসতে, তবে জোর করে নয়।

মমতা বলেন, "বাংলা না থাকলে দেশ স্বাধীন হত না, গান্ধীজি বিহার-বাংলা থেকে লড়াই করেছিলেন সন্ধ্যাদি-কে (মুখোপাধ্যায়) যা অসম্মান করা হয়েছে তা লজ্জাজনক। এবার আমার লক্ষ্য শিল্প ও কর্মসংস্থান। রাজ্যের এই আশার বাণী শুনিয়ে

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সম্পর্কে হরেক অভিযোগ করেন তৃণমূলনেত্রী। বলেন, প্রতিবাদ করলেই পেগাসাস-এর ভয় দেখাবে, অভিষেক ও পিকের ট্যাপ করা হয়েছে এটা প্রমাণিত। করোনার নামে দোহাই দিয়ে নির্বাচন করছে। ব্যাঙ্ক থেকে ঘরবন্দি, পেগাসাস থেকে আদালত বন্দি, সবটাই বন্ধ করে দিচ্ছে, আন্দোলনের ভাষা কেড়ে নিচ্ছে আমরা এনআরসি ও এনপিআর নেই আন্দোলন করেছিলাম, দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশে কতজন মারা গিয়েছেমন সেই আন্দোলনে।

তৃণমূলনেত্রীর অভিযোগ, বিজেপির তিন রত্ন ইডি-সিবিআই ও অর্থ বাকি সব অনর্থ। কেউ ঘেউ ঘেউ করলে পাল্টা ঘেউ ঘেউ করব, বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। ১০০ দিনের কাজের টাকা কমিয়ে দিয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করে না আমি না বললে চ্যারিটি অফ মিশনারিসের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেই দিত। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল-এর সম্পর্ক কেমন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেশটাকে!

জাতীয় সঙ্গীত 'অবমাননা', মুখ্যমন্ত্রী মমতার বিরুদ্ধে সমন জারি মুম্বইয়ের আদালতের

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জাতীয় সঙ্গীত 'অবমাননা'র অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সমন জারি করল মুম্বইয়ের একটি আদালত। মুম্বইয়ের মাঝগাঁওয়ে নগর দায়রা আদালতের বিচারক পিআই মোকাশি এই অনুমতিনামায় স্বাক্ষর করেছেন। ১ ডিসেম্বর মুম্বইয়ে কাহিনীকার ও কবি জাভেদ আখতারের ব্যবস্থাপনায় একটি অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট জনেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন মমতা। সেই অনুষ্ঠানেই তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীত 'অবমাননা'র অভিযোগ ওঠে। আদালতে মামলা করার আবেদন জানান মুম্বইয়ে বিজেপি-র সম্পাদক। সেই আবেদনের উপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীত 'অবমাননা'র অভিযোগে সমন জারি করল মুম্বইয়ের মাঝগাঁওয়ের নগর দায়রা আদালত। বিজেপি-র অভিযোগ ছিল, ১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠান

চলাকালীন মমতা প্রথমে বসে, তার পর উঠে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে থাকেন। এবং বিরোধীদের দাবি, পুরো জাতীয় সঙ্গীত না গেয়েই হঠাৎ জাতীয় সঙ্গীত থামিয়ে দিয়ে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যান। এতে আপত্তি জানিয়ে জাতীয় সঙ্গীতের 'অবমাননা'র অভিযোগ করেন মুম্বই বিজেপি-র সম্পাদক। তাঁর অভিযোগ, এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ করা সত্ত্বেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি।

এর পরই নগর দায়রা আদালতে মামলা করেন তিনি। বুধবার সেই মামলাতেই মমতার বিরুদ্ধে সমন জারি করে মুম্বইয়ের মাঝগাঁওয়ের নিম্ন আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২ মার্চ।মূল অভিযোগের পরে তৃণমূলনেত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণে নেমে পড়েন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতৃত্ব। পাল্টা কটাক্ষ করে তৃণমূলও। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিজেপি-র অভিযোগ প্রসঙ্গে টুইট করেন, 'জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কুৎসা করছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী 'জন গণ' গাননি। গানের শব্দ ধরে ভাবার্থ বিশ্লেষণ করে দেশের ঐক্য, ঐতিহ্য, সম্প্রীতি, সংহতির কথা তুলে ধরছিলেন। বিজেপি না বোঝে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ, না বোঝে জাতীয় সঙ্গীত, না বোঝে জাতীয় সংহতি।'

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার মুম্বই সফরে গিয়েছিলেন মমতা। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিজেপি-বিরোধী দলগুলিকে একত্রিত করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আর সেই লক্ষ্যেই মুম্বইয়ে শিবসেনা এবং এনসিপি নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে বৈঠকের পর একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলনেত্রী। এর পর মমতা বিশিষ্টজনদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই জাতীয় সঙ্গীতকে ঘিরে 'বিতর্কের' সূত্রপাত।

বাজেটের প্রতিবাদ জানাতে কলেজ স্ট্রিটে ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বুধবার দুপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদ জানাল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র পরিষদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের কুশ পুত্তলিকা দাহ করে।

দলের সভাপতি সৌরভ প্রসাদ বলেন, "মঙ্গলবার ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেট পেশ ছেন তাতে উল্লেখ করেছেন ভারতবর্ষে ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি স্থাপন করবেন! কিন্তু প্রশ্ন হল যেখানে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত বর্ষ ১০১ নম্বর স্থানে এবং যে দেশে সাধারণ মানুষের খাবার জোটে না সেই দেশে ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির স্বপ্ন কিভাবে দেখায় এ সরকার!

সৌরভ বলেন, ভারতের অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে আগামী ৫ বছরে ৬০ লক্ষ কর্মসংস্থান দেবেন! ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বছরে ২ কোটি চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ! আট বছরে ১৬ কোটি চাকরি আর ৫ বছরে ৬০ লক্ষ চাকরির ভাঁওতা। এরই প্রতিবাদে রাজ্য ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি! বাজেটকে হতাশাজনক বলে বর্ণনা করে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদ বলে, শিক্ষা বাজেটে ছাত্রছাত্রীদের স্বস্তি দেওয়ার পরিবর্তে সংবাদের শিরোনাম আর বক্তৃতা পাওয়া গেছে।

সৌরভ প্রসাদ বলেন, সরকার শিল্পপতিদের কর ছাড় দেওয়ার কথা মনে রেখেছে কিন্তু শিক্ষার্থীদের ফি"তে কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি। সরকার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের দিকে তাকাতে একেবারেই ভুলে গেছে। তার প্রশ্ন কিভাবে বৃত্তি ও ফেলোশিপ সময়মতো পাওয়া যাবে, গত দুবছর ধরে সরকার ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে অর্থ বরাদ্দ করার পরিকল্পনা করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তা করা হয়নি।

সৌরভ বলেন, বাজেট জুড়ে ডিজিটাল শব্দটি বহুবার ব্যবহার করা হলেও স্কুল-কলেজে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ কীভাবে দেওয়া হবে, শিক্ষার্থীদের হাতে স্মার্টফোন দেওয়ার পরিকল্পনা কেন করা হয়নি! তা ব্যাখ্যা করতে পারছে না সরকার। তিনি জানান যে সাধারণ শ্রেণির ছাত্রদের ইন্টারনেট সুবিধা নেই, সরকার কীভাবে তাদের কাছে ই-কন্টেন্ট পৌঁছে দেবে? যারা ঋণ নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন, গত ৩ বছর ধরে প্লেসমেন্টের জন্য বসে আছেন, যিনি চাকরি পাননি, এমন পরিস্থিতিতে তিনি কীভাবে তার ইএমআই পূরণ করবেন! তাকে স্বস্তি দেওয়ার বিষয়ে বাজেটে কিছুই বলা হয়নি। ছাত্র পরিষদ দাবি করেছে যে এই ধরনের ছাত্রদের বিগত ৩ বছরের ঋণ মকুব করা হোক। তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এদিন কলেজ স্ট্রীট মোড় থেকে মিছিল করে কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সামনে ছাত্র পরিষদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং

বারাণসীতে ৪ কোটি ভুয়ো ভ্যাকসিন বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার ৫

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের অস্বস্তি বাড়ল বিজেপির। নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী কেন্দ্র বারাণসীতে ধরা পড়ল ভুয়ো ভ্যাকসিনের কারবারিরা। কোভিডের ভুয়ো ভ্যাকসিন শুধু নয়, জাল কিটেরও সন্ধান মিলেছে। বারাণসী থেকে বিভিন্ন রাজ্যে চালান করা হত এই ভুয়ো ভ্যাকসিন ও কোভিড টেস্টের কিট। উত্তরপ্রদেশ পুলিসের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, এসটিএফ বুধবার হানা দিয়ে এই ভুয়ো ভ্যাকসিন চক্রের হদিশ পায়। পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। বারাণসীর লঙ্কা থানা এলাকা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা ভুয়ো টিকা ও কিটের আর্থিকমূল্য চার কোটি টাকা। সূত্রের খবর, বারাণসীর রহিত নগর এলাকায় জাল ভ্যাকসিন তৈরি হচ্ছে, এমনই খবর পেয়ে অভিযানে নামে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। বারাণসীর লঙ্কা থানার পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালানো হয়।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর শুভ বিবাহ উৎসব ১৫ ফেব্রুয়ারী ভেলেন্টাইন ডে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই উপলক্ষে সংস্থার ডিরেক্টর রূপক সাহা এবং অর্পিতা সাহার সাথে তারকা অতিথি এনা সাহা সোনা ও হিরের গহনা প্রদর্শন করেন।

গ্যাংস্টার আবু সালেমের আবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রের কাছে ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মুম্বইয়ের টাডা আদালতের দেওয়া যাবজ্জীবন সাজার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করেছেন গ্যাংস্টার আবু সালেম। সালেম আবেদনে বলেছেন, পর্তুগাল থেকে প্রত্যর্পণের সময়, ভারত সরকারকে আশ্বাস দিয়েছিল যে কোনও ক্ষেত্রেই শাস্তি ২৫ বছরের বেশি হবে না, তবে মুম্বইয়ের টাডা আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। সালেমের আবেদনের শুনানি করে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছে। আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে আবু সালেমের প্রত্যর্পণের সময় কেন্দ্রীয় সরকার পর্তুগাল সরকারকে দেওয়া উভয় অঙ্গীকার এবং কবে থেকে তার হেফাজতে বিবেচনা করা উচিত তার উত্তর দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছে। শুনানির সময়, আবু সালেমের পক্ষে উপস্থিত হয়ে ঋষি মালহোত্রা বলেছিলেন যে যখন তাকে পর্তুগাল থেকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল, তখন ভারত সরকারকে আশ্বাস দিয়েছিল যে কোনও ক্ষেত্রেই সাজা ২৫ বছরের বেশি হবে না যখন মুম্বইয়ের টাডা আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। এটা বিবেচনা করা উচিত।

ফের সঙ্কটজনক বর্ষীয়ান গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

কলকাতা,২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): ফের সঙ্কটজনক বর্ষীয়ান গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেও বুধবার বিকেলের দিকে সঙ্কটজনক হয় সন্ধ্যার শারিরীক অবস্থা।

গত,বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎই অসুস্থ বোধ করায় গ্রীন করিডোর করে এসএসকেএম হাসপাতালে উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে। সেখানেই চিকিৎসার পর বর্ষিয়ান গায়িকাকে অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

সেখানেই বর্তমানে চিকিৎসা চলছে তার। বুধবার সকালে দিকে কিছুটা সুস্থ থাকলেও ফের সংকটজনক সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অত্যন্ত সঙ্কটজনক গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। এদিন বর্ষীয়াণ শিল্পীর শারীরিক অবস্থার খবর নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। আর তখনই জানতে পারেন যে, বিপন্মুক্ত নন সন্ধ্যা। শারীরিক পরিস্থিতিও খুব একটা ভাল নেই তাই তৎক্ষণাৎ মমতা নির্দেশ দেন প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করিমগঞ্জে জাতীয় সড়কের পাশে নির্মাণ সামগ্রী ও যানবাহন না রাখার নির্দেশ

করিমগঞ্জ (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জে জাতীয় সড়কের পাশে কোনও ধরনের নির্মাণ সামগ্রী এবং যানবাহন না রাখার নির্দেশ জারি করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। করিমগঞ্জের পূর্ত (জাতীয় সড়ক) ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দেশ দিয়েছেন, করিমগঞ্জ-সুতারকান্দি ১৫১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অবৈধভাবে নির্মাণ সামগ্রী যেমন পাথর, বালি, ইট ইত্যাদি মজুত এবং কোনও ধরনের যানবাহন পার্ক করে রাখা যাবে না।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে করিমগঞ্জ-সুতারকান্দি ১৫১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণের নির্মাণ সামগ্রী যেমন পাথর, বালি, ইট ইত্যাদি মজুত করা এবং সড়ক সুরক্ষা ব্যবস্থা অমান্য করে যানবাহন পার্ক করা হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট এলকায় সড়ক ব্যবহারকারীদের অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভয়ংকর দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে 'কন্টোল অব ন্যাশনাল হাইওয়ে (ল্যান্ড অ্যান্ড ট্রাফিক) অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ২৪ এবং ৩৭ নম্বর ধারা লঙ্ঘিত হচ্ছে। এছাড়া সড়ক সুরক্ষার অধীনে জাতীয় সড়কের ওই স্থানগুলি দুর্ঘটনাপ্রবণ এবং ব্ল্যাক স্পট হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। তাই 'কন্টোল অব ন্যাশনাল হাইওয়ে (ল্যান্ড অ্যান্ড ট্রাফিক) অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ২৪, ২৬ এবং ৩৭ ধারা অনুযায়ী এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ১৫১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পার্কিংস্থল ছাড়া কোনও ধরনের নির্মাণ সামগ্রী এবং যানবাহন রাখতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

জরিমানা বাড়তেই রাস্তা থেকে উধাও বাস

কলকাতা,২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): বিভিন্ন সময় বেপরোয়া গতির গাড়ির জন্য বলি হতে হয় সাধারন মানুষকে। বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগে ওঠে। তবে, এবার বেপরোয়া গতির গাড়িতে লাগাম টানতে আগের থেকে অনেক বেশি জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে পরিবহন দফতর। জরিমানা বাড়তেই রাস্তা থেকে উধাও ৭৫০ বাস।

কিছুদিন আগেই বেপরোয়া গতির গাড়ির কবলে পরে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির,আহত হয় বহু। একাধিক সময় এই ধরনের অভিযোগ ওঠে। তবে, সেই অভিযোগে লাগাম টানতে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালালেই জরিমানা গুণতে হবে আগের থেকে অনেক বেশি সম্প্রতি জানিয়ে দেয় পরিবহন দফতর। পাশাপশি বেপরোয়া গতির গাড়ি চালালেই ১ হাজার থেকে জরিমানা হতে পারে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত। সিটবেল্ট না পরলে জরিমানা হবে ১ হাজার টাকা। হেলমেট না পরলেও ১ হাজার টাকা জরিমানা করার নির্দেশ দিয়েছে পরিবহন দফতর। সেই নির্দেশ মত শহরের রাস্তায় কড়া পাহারা কলকাতা পুলিশের। তবে, এবার আতঙ্ক নতুন জরিমানা আইনের। বুধবার কলকাতা ও হাওড়া মিলিয়ে মোট চার হাজার বাস এবং মিনিবাসের মধ্যে গাড়ির চাবি নিলেন না সাড়ে সাতশো চালক।

পাড়ায় শিক্ষালয়ে অনুকূল পরিবেশ নেই, স্কুল খোলার দাবীতে সরব উস্থি শিক্ষক সংগঠন

দুর্গাপুর, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পাড়ায় শিক্ষালয়ে পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশ থাকবে না। আর তাই স্কুল খোলার দাবীতে সরব হল উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার শিক্ষক সংগঠনের পক্ষে পাড়ায় পাড়ায় শিক্ষালয়ের প্রতিবাদে ও স্কুল খোলার দাবীতে দুর্গাপুর মহকুমাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল।

এদিন উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে একগুচ্ছ দাবী জানিয়েছে। এবং তাদের আশঙ্কা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা ব্যাবস্থাকে বেসরকারীকরণের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সংগঠনের পক্ষে ভাস্কর ঘোষ জানান,' পাড়ায় শিক্ষালয়ে পড়ুয়াদের সুরক্ষা কতখানি সেটা দেখতে হবে। তাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে শৌচাগার ব্যাবস্থা থাকবে কি না সেখানে। তাতে সমস্যা তৈরী হবে। স্কুলের মধ্যে পঠনপাঠনের যে পরিকাঠামো এবং অনুকুল পরিবেশ থাকে, পাড়ায় শিক্ষালয়ে সেই পঠনপাঠনের উপকরণ ও অনুকূল পরিবেশ থাকবে না। এছাড়াও মিড ডে মিল বন্ধ থাকছে। তাতে ম্যাল নিউটেশন বাড়ছে। গত দুবছর ধরে পড়ুয়াদের যেভাবে তৈরী করা খাবারের বদলে তার উপকরন দেওয়া হচ্ছে, সেটা পরিমানে কম। এবং তৈরী করা খাবার না দেওয়ায় অনেক পড়ুয়াদের ম্যাল নিউটেশন বাড়ছে।' তিনি আরও বলেন, ' সবই যখন খুলছে, তখন স্কুল পুনরায় খোলা হোক।' তিনি আরও বলেন,' আমাদের আশঙ্কা এভাবে হয়তো প্রাথমিক শিক্ষাব্যাবস্থাকে বেসরকারীকরনের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই আমাদের দাবী, পাড়ায় শিক্ষালয় না করে পুনরায় স্কুল খোলা হোক'

ভারতে টিকা পেলেন ১৬৭.২৯-কোটির বেশি প্রাপক, চিন্তা বাড়াচ্ছে কোভিডে মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে ১৬৭.২৯ কোটির গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে কোভিড-টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫৯ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৬৭.২৯-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৬৭,২৯,৪২,৭০৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ধীরে ধীরে সংক্রমণ নিম্নমুখী হলেও, চিন্তা বাড়াচ্ছে মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১,৭৩৩ জন করোনা-রোগীর।

ভারতে কোভিড-পরীক্ষাও চলছে দ্রুততার সঙ্গে, বুধবার সকাল পর্যন্ত ৭৩.২৪-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৭,৪২,৭৯৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭৩,২৪,৩৯,৯৮৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৪২,৭৯৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৮৬ জন।

তৃণমূল নেতা কবীর সুমনের ভিডিও ক্লিপের প্রেক্ষিতে উদয়পুরে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ ফেব্রুয়ারী।। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কবীর সুমনের ভিডিও ক্লিপের পরিপ্রেক্ষিতে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় একজন চিকিৎসক মামলা করেন ।এই মামলা দায়ের করেন পেশায় একজন ডাক্তার। মামলা কারি ডাক্তারেরা নাম সুরজিৎ ভৌমিক ।উনার অভিযোগ পত্রে উনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবার উপক্রমের জন্য এই মামলা করেন। সুরজিৎ ভৌমিক অভিযোগ করেন যে কারনে বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আসেন, সেই শান্তি সম্প্রতি বিনষ্ট হতে পারে কবীর সুমনের এই ভিডিও ক্লিপের দ্বারা ।কবীর সুমনের ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে এলাকার শান্তি সম্প্রতি, জাতিগত দাঙ্গা ইত্যাদির উস্কানিমূলক ও প্ররোচনা মূলক মন্তব্যের জন্যই পেশায় ডাক্তার সুরজিৎ ভৌমিক এই মামলা দায়ের করেন এবং কবীর সুমনের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছেন।

রেগা শ্রমিকদের মাটি কাটার সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ ফেব্রুয়ারী।। রেগা শ্রমিকদের মাটি কাটার সামগ্রী বিতরণ করা হয় কাকড়াবন ব্লকের ১৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রমিকদের মধ্যে। গরিব অংশের রেগার শ্রমিক দের মধ্যে এই কোদাল প্রদান করা হয়। প্রতিটি পঞ্চায়েত থেকে ৮০ জন করে গরিব শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এই কোদাল প্রদান করা হয়। গোমতি জেলা সমিতি অর্থানুকূল্যে এই কুদাল গুলি প্রদান করা হয় ।কাকড়াবন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তথা আর ডি ব্লক কে ১৭টি পঞ্চায়েতের জন্য ১৩৬০টি কোদাল প্রদান করা হয়। কাকড়াবন আর ডি ব্লকে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাঁকড়াবন পঞ্চায়েতের রেগার শ্রমিক দের কোদাল দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গোমতি জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী ।উপস্থিত ছিলেন এই কোদাল বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সুপ্রিয়া সাহা , গোমতি জেলা অতিরিক্ত জেলা শাসক অরুন কুমার রায় , কাকড়াবন আর ডি ব্লক বি ডিও অভিজিৎ দাস সহ ব্লকের অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখে মাস্ক পরিধান করে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশানাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্টের শ্রমিকরা রেগার কাজের উপকরণ পেয়ে যারপরনাই খুশি।

প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

অবস্থা সঙ্কটজনক হয় সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

দেহরক্ষী টিএসআর জওয়ানের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব জিবি হাসপাতালে ছুটে যান। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজেন্দ্র দেববর্মা তার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছে। পারিবারিক সদস্য বলেই তাঁকে মনে হত। পথ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

জেআরবিটির

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানান।

তারা অভিযোগ করেন, চাকুরিপ্রার্থীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। অবিলম্বে ফলাফল ঘোষণা না করা হলে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় আকার ধারণ করবে। সার্বিক বিষয়টি বিবেচনা করে অবিলম্বে তাদের ফলাফল ঘোষণা করে চাকুরীতে নিযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে তারা দাবি জানিয়েছেন। অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

দেশকে

● প্রথম পাতার পর

কৃষকদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'একটি স্বনির্ভর ও আধুনিক ভারত গড়ে তোলা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বাজেটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে। বিগত ৭ বছরে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির কারণে ভারতের অর্থনীতি ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। বাজেট প্রশংসিত হয়েছে। ৭ বছর আগে, ভারতের জিডিপি ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমানে তা প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। এমনকি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৬৩০ বিলিয়ন হয়েছে। এ সবই আমাদের সরকারের কার্যকর নীতির কারণে।'

বিধায়ক

● আটের পাতার পর

'আয়ুষ্মান কার্ডে'র আওতাধীন থাকায় খুব শীঘ্রই বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী কঠিনতর রোগাক্রান্তে শয্যাশায়ী ব্যক্তি সাবেন্দ্র দেববর্মার অপারেশন রাজধানীর রেফারেল জিবি হাসপাতালে করানোর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

আর বিধায়কের এই আশ্বাসেই নিমেষের মধ্যেই খুশির জৌলুস দেখা যায় গোটা পরিবারের সকল সদস্য সহ স্থানীয় এলাকার অন্যান্য সাধারণ মানুষ জনের মধ্যে। আর এইদিকে কল্যাণপুরে দরিদ্র মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা বিধায়কের এই রকম অতুলনীয় সাহায্য-সহযোগিতায় 'ভারতীয় জনতা পার্টি'র নীতি 'সবকা সাথ - সবকা বিকাশ' যে আরও এক কদম আগামী দিনে এগিয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই বললেই চলে।

চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন তাদের উৎসাহিত করা এবং তাদের সাফল্য জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন। এর ফলে অন্যরাও এর থেকে অনুপ্রাণিত হবে। তপশিলি জাতিভুক্ত অংশের যে সকল মৎস্যচাষি বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধা পাবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরকে পরামর্শ দেন।

পর্যালোচনা সভায় তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস, মুখ্যসচিব কুমার অলক, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব এল এইচ ডার্লং, পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় আলোচনায় অংশ নেন। সভায় তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯১৮ জন তপশিলি জাতিভুক্ত জনগণ রয়েছেন। তাদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন,সামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করে দপ্তর কাজ করছে।

তিনি জানান, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে রাজ্যের ৫৩টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ প্রদান করে কম্পিউটার ল্যাব চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ২৭৫০ জন যুবক-যুবতীকে স্বনির্ভরতার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে। সভায় অধিকর্তা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনায় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রক থেকে রাজ্যের চিহ্নিত ৩০টি আদর্শ গ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। সভায় এপ্রসঙ্গে চিহ্নিত এই ৩০টি গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা রূপায়িত করার পাশাপাশি এই গ্রামগুলিকে সবদিকে উন্নত করে তোলার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

তিনি জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১৯,৯৯২ জন এস সি ছাত্রছাত্রীকে পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ এবং ১০, ২২১ জন এস সি ছাত্রছাত্রীকে প্রি-মেট্রিক স্কলারশীপ প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরজন্য ন্যাশনাল স্কলারশীপ পোর্টালে ডাটা আপলোডিং এর কাজ চলছে। অধিকর্তা জানান, আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডঃ বি আর আম্বেদকর হোস্টেল কমপ্লেক্সের ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খুব শীঘ্রই এর উদ্বোধন করা হবে। বাবু জগজীবনরাম ছাত্রাবাস যোজনায় এবছর অমরপুর, পাবিয়াছড়া ও সারুমে তিনটি নতুন হোস্টেল নির্মান করা হবে। কাকড়াবন ব্লকে দ্বিতল মার্কেট স্টলেরও কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া কুমারঘাট ব্লকে কমিউনিটি হল করা হয়েছে।

সভায় তপশিলি জাতি কল্যান দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি সমূহও তুলে ধরা হয়। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে তপশিলি জাতিকল্যাণ দপ্তরের রূপায়িত বিভিন্ন স্টেট স্কীমগুলির সাফল্যগুলি তুলে ধরে দপ্তরের অধিকর্তা জানান, ৩০টি তপশিলি জাতিকল্যাণ দপ্তরের পরিচালিত হোস্টেলগুলিতে প্রধান বিষয়গুলির উপর বিশেষ কোচিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৭১ জন শিক্ষার্থীকে প্রাক-পরীক্ষার কোচিং-এর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্সে পাঠরত ২৪৭ জনকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ১৪৮ জন তপশিলি জাতি রোগীকে নিউক্লিয়াস বাজেট প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে ১৬টি হোস্টেল সংস্কারের কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় ২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ৭৮৮৬ জন এসসি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। সভায় রাজ্যে রূপায়িত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের নতুন উদ্যোগগুলি সম্পর্কে দপ্তরের অধিকর্তা সভায় বলেন, মাছ, শুকনো মাছ ব্যবসার সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন এমন ৪ হাজার তপশিলি জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের ঋণদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৬০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত মৎস্যচাষীকে বায়োফ্লকের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন জনকল্যানমূলক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ব্লক, মহকুমা ও জেলাগুলিতে বিশেষ সচেতনতামূলক অভিযান শুরু করা হয়েছে।

তোলপাড়

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রীর মৃত্যুর গুজব নিয়ে তাঁর মেয়ে ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন বলেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু, আগের তুলনায় অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছেন তিনি। চিকিতকরা জানিয়েছেন, আগামীকাল তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে। অথচ, জীবিত ব্যক্তিকে সামাজিক মাধ্যমে মৃত ঘোষণা দেওয়া হল। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, জনৈকা বিধায়িকা এবং বিজেপি নেতা গুজবে কান দিয়ে অপপ্রচার করেছেন, তা দুর্ভাগ্যজনক।

আজ কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক টেলিফোনে রাজস্ব মন্ত্রীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজস্ব মন্ত্রী সুস্থ আছেন এবং আমি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি। সাথে তিনি কোন গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। ত্রিপুরার খাদ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব আজ জি বি হাসপাতালে গিয়ে রাজস্ব মন্ত্রীর খোঁজ নিয়েছেন। এছাড়া, বিধায়ক ডা: দিলীপ দাসও আজ জি বি হাসপাতালে গিয়ে রাজস্ব মন্ত্রীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন।

এদিকে, ওই বিধায়িকা বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর নিজের ফেইসবুক পেইজ থেকে শোক জানিয়ে পোস্ট মুছে ফেলেছেন। বিজেপি নেতাও একই কাজ করেছেন। রাজস্ব মন্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে গুজবকে ঘিরে আজ ত্রিপুরায় দিনভর সামাজিক মাধ্যমে ভীষণ আলোচনা তুঙ্গে ছিল। নেটিজেনরা এমন অপপ্রচারের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন এবং সমালোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, গুজব ছড়ানোর দায়ে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন।

পঞ্চভূতে

● প্রথম পাতার পর

তাঁকে প্রথমেই শোক সেলামি দেওয়া হয়েছে। তারপর প্রাক্তন অধ্যক্ষের প্রতি পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী ও উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক ভানুলাল সাহা, বিধায়ক রতন ভৌমিক, বিধায়ক সহিদ চৌধুরী, বিধানসভার সচিব ও অতিরিক্ত সচিব সহ বিধানসভার কর্মচারীবৃন্দ। পরে তাঁর মরদেহ সচিবালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, মুখ্যসচিব কুমার অলক, সচিব টি কে চাকমা এবং সচিবালয়ের কর্মীবৃন্দ।

এরপর তাঁর মরদেহ মেলারমাঠ সিপিএম পার্টি অফিসে নেওয়া হয়েছে। সেখানে পার্টির সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা প্রয়াত নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তারপর তাঁর মরদেহ জয়নগরস্থিত নিজ বাসভবনে নেওয়া হয়। বাড়িতে নেওয়ার পর তাঁর পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-পরিজন কান্নায় ভেঙ্গে পরেন। প্রতিবেশীরাও শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন। কারণ, প্রয়াত ওই সিপিএম নেতার সাথে সকলের মধুর সম্পর্ক ছিল। এদিন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

প্রসঙ্গত, তিনি ১৯৯৩ সালে যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথম বিজয়ী হয়েছিলেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত তিনি বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ২০০৩ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ত্রিপুরা বিধানসভায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৮ সালে বামফ্রন্ট পরাজিত হলেও যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি বিজয়ী হয়েছেন। কিডনি খারাপ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘ দিন ধরেই তিনি ডায়ালাইসিসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বর্তমানে তিনি কলকাতায় চিকিতার জন্য গিয়েছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ তিনি প্রয়াত হয়েছেন।

বটতলায়

● প্রথম পাতার পর

কিভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত কোন খবর জানা যায়নি। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ক্রীড়া

কোহলি টেস্ট নেতৃত্ব ছাড়ায় বিস্মিত পন্টিং

বিরাট কোহলির টেস্ট অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে বিতর্কে এ বার নতুন তথ্য যোগ করলেন রিকি পন্টিং। প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক জানিয়েছেন, ২০২১-এর মার্চ-এপ্রিলে তাঁর সঙ্গে কোহলির বিস্তারিত কথোপকথন হয়েছিল। সেই সময় ভারত অধিনায়ক জানিয়েছিলেন, তিনি সাদা বলের নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে চান।কিন্তু কোহলি যে আচমকা টেস্ট নেতৃত্ব ছেড়ে দিলেন, তা দেখে বিস্মিত হয়েছেন পন্টিং। কারণ, তিনি জানাচ্ছেন, সেই কথোপকথনের সময় কোহলি তাঁকে বলেছিলেন, তিনি লাল বলের অধিনায়কত্ব চালিয়ে যেতে চান। এমনও বলেছিলেন যে, তিনি লাল বলে ভারতের নেতৃত্ব দেওয়া নিয়ে কতটা গর্বিত বোধ করেন। পন্টিংয়ের কথায়, "সত্যিই আমি অবাক হয়েছিলাম ওকে (বিরাটকে) টেস্ট নেতৃত্ব ছাড়তে দেখে। আইপিএলের প্রথম পর্বে আমার সঙ্গে যখন বিরাটের কথা হয়েছিল, ও আমাকে বলেছিল, সাদা বলের ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরে যেতে চায়। কিন্তু লাল বলে দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একই রকম আবেগপ্রবণ ও মরিয়া ছিল। ওর কথা শুনে মনে হয়েছিল, লাল বলে অধিনায়কের দায়িত্ব ভীষণ ভাবেই পছন্দ করছে, উপভোগ করছে।"পন্টিং যোগ করছেন, "বিরাটের অধীনে ভারত দারুণ সব সাফল্য পেয়েছে। টেস্ট ম্যাচে মাঠের মধ্যে ওকে এক ঘণ্টা দেখলেই বোঝা যাবে, কতটা আবেগ নিয়ে এই ফর্ম্যাটে খেলে। কতটা মরিয়া ভাবে চায়, ওর দল জিতুক।" প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়কের কথায়, "আমি কিছুটা স্তব্ধই হয়ে গিয়েছিলাম ও টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ায়। বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। তার পর নিজের ক্রিকেট জীবনের কথাও ভাবলাম। অধিনায়কত্ব থেকে সরে গিয়ে আমি সম্ভবত আরও দু'বছর বেশি খেলেছিলাম।"তাঁর আরও বিশ্লেষণ, "বিরাটের মাথাতেও নিশ্চয়ই অনেক কিছু ভাবনা এসেছে। যদি কোনও দেশের অধিনায়কত্ব করা সবচেয়ে কঠিন হয়, তা হলে সেটা ভারতেরই। বিরাট সেই দায়িত্ব সামলেছে সাত বছর ধরে। ভারতে প্রত্যেকে চায় তাদের দল ভাল করুক। এই চাপ, প্রত্যাশা সামলাতে হয় অধিনায়ককে।" পন্টিং মনে করেন, যে ভাবে টেস্ট ক্রিকেটকে প্রাধান্য দিয়েছেন বিরাট, যে ভাবে তিনি টেস্টের গুরুত্বকে সব সময় তুলে ধরেছেন, তাতে ভারতীয় মহাতারকা গর্বিতই বোধ করতে পারেন।

আমদাবাদের অধিনায়ক হয়ে চুলের নতুন কায়দায় হার্দিক পাণ্ড্য

সামনেই আইপিএল-এর নিলাম। কোন ক্রিকেটার কোন দলে যাবেন তা নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। ১২১৪ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছেন। ইতিমধ্যেই দলগুলি কিছু ক্রিকেটার ধরে রেখেছে। নতুন দুই দল বেছে নিয়েছে তিন জন করে ক্রিকেটারকে। আমদাবাদ জানিয়ে দিয়েছে হার্দিক পাণ্ড্য তাদের অধিনায়ক। নিলামের আগে তারকা ক্রিকেটার ধরা দিলেন নতুন চেহারায়। এত বছর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএল-এ খেলতেন হার্দিক। প্রথম বার অন্য কোনও দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে এই অলরাউন্ডারকে। নতুন দলের হয়ে খেলতে নামার আগে চুলে নতুন কায়দা করলেন হার্দিক। ইনস্টাগ্রামে চুলের সেই ছবি দিলেন তিনি।হার্দিক ছাড়াও আমদাবাদের দলে খেলবেন রশিদ খান এবং শুভমন গিল। হার্দিক এবং রশিদকে দলে নেওয়া হয়েছে ১৫ কোটি টাকা দিয়ে। শুভমনকে নেওয়া হয়েছে ৮ কোটি টাকা দিয়ে। এক সাক্ষাৎকারে হার্দিক জানিয়ে দিয়েছেন তিনি অলরাউন্ডার হিসেবেই খেলবেন। বেশ কিছু দিন ধরে ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি হার্দিক। চোটের কারণে বল করতে পারছিলেন না তিনি।

GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
RD KUMARGHAT DIVISION
KUMARGHAT. UNAKOTI, TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-49/EE/RD/KGT/DIV/2021-22

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 14/02/2022 for 01 (One) nos . work. For details visit website **httbs://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in** and may contact at ph No 9612590 474 (M)/ e- mail-**een1kgt@qmail.com.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-(Er. S.K Roy)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division

ICA-C-3582/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 81/EE/DWS/DMN/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, up to 3.00 P.M. on 1910212022 for the following work:-

SL. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No : 176/SE/ DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 39,93,894.00	Rs. 39,939.00	60 days	Appropriate Class

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding 19.02-2022 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of BID : 19-02-2022 at 16.00 Hrs
- Document Downloading and Bidding at Application https://tripuratenders.gov.in
- Bid Fee Rs. 1,000 each (non refundable).

All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in**

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Sd/-Illegible
Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA-C-3587/22

Government of Tripura
Directorate of Youth Affairs & Sports
Office Lane, Shiksha Bhavan, 4th Floor
Agartala, West Tripura
E-mail: yasdirector14@gmail.com

Advertisement No: 02/2021 Dated. 29/01/2022

RECRUITMENT FOR VARIOUS POSTS
FOR KHELO INDIA STATE CENTRE OF EXCELLENCE.

The Directorate of Youth Affairs & Sports, Govt. of Tripura and Sports Authority of India (SAI) – Khelo India Division under the Ministry of Youth Affairs & Sports (GOI), is in the process of setting up the Khelo India State Centre of Excellence (KISCE) for Judo, Athletics and Swimming at Dasarath Deb State Sports Complex (DDSSC), Badharghat to nurture the best talent of the State of Tripura. In order to lead the High-performance centre, offline applications are invited from the Indian Nationals for engagement of the following posts on purely contractual basis.

2. **Details of the Posts:** Following are the likely posts that will be filled up through interview:

Sl. No.	Name of the Post	No. of Post	Required Qualification from recognized Board / University	Monthly Remuneration in Rs.	Tenure
1.	Head Coach – Judo	1	Diploma in Coaching from SAI / NS NIS	1,00,000 to 1,50,000/-	1 Yr.
2.	Head Coach – Athletics	1	Diploma in Coaching from SAI / NS NIS	1,00,000 to 1,50,000/-	1 Yr.
3.	Masseur Grade - I	2	10+2 passed with certificate course / skill development programme for Masseur / Massage Therapy / Sports Masseur	35,000/-	1 Yr.

Interested candidates may apply in the prescribed format – **Annexure-'A'** by post or directly visiting the office of the Directorate of Youth Affairs & Sports, Govt. of Tripura. The prescribed format and more details are available in the official website – https://yas.tripura.gov.in. Applications duly signed along with self-attested copies of all educational qualification, experience and other testimonials as required to support the candidature of the applicant must be sent to the **Director, Youth Affairs & Sports, 4th Floor, Shiksha Bhawan, Office Lane, Agartala - 799001**. The application process will be started w.e.f 02.02.2022 (10AM) to 15.02.2022 (5 PM), applications received after **15.02.2022 (5 PM)** shall not be entertained. Only short-listed candidates shall be called for the interview.

Sd/-
Director
Youth Affairs & Sports
Govt. of Tripura

https://yas.tripura.gov.in

ICA/D/1730/22

২০০৮ সালে দিল্লি আমাকে নিতে চেয়েছিল বলে শুনেছিলাম বিরাট কোহলী

২০০৮ সালে ভারতের অনূর্ধ ১৯ দলের অধিনায়ক ছিলেন বিরাট কোহলী। বিশ্বকাপ জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর তুলে নিয়েছিল বিরাটকে। সেই সময়ের কথা মনে করলেন তিনি। অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর দাম শুনে। জানালেন দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (এখন ক্যাপিটালস) দলও তাঁকে নিতে চেয়েছিল বলে শুনেছেন বিরাট।২০০৮ সালে ৩০ হাজার ডলারে বিরাটকে নেয় আরসিবি। এক সাক্ষাৎকারে বিরাট বলেন, "আমরা মালয়েশিয়াতে অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ খেলতে ব্যস্ত ছিলাম। যে দিন নেওয়া হচ্ছিল, এখনও সেই দিনটা আমার মনে আছে। আমাদের যে টাকায় নেওয়া হবে সেটা শুনে চমকে গিয়েছিলাম।"বিরাট দিল্লির ছেলে হলেও তাঁকে নেয়নি তারা। সেই সময় অনূর্ধ ১৯ দলের প্রদীপ সাংওয়ানকে দলে নিয়েছিল দিল্লি। তাঁর মতো একজন বাঁহাতি পেসারকে দরকার ছিল তাদের। সেই কারণে আরসিবি পেয়ে যায় বিরাটকে। তিনি বলেন, "সেই সময় আমাদের অনূর্ধ ১৯ দলের সেরা বোলার ছিল প্রদীপ। নিজেদের বোলিং শক্তি বাড়াতে তাই দিল্লি ওকে দলে নেয়।সেই সময় থেকে আরসিবি-র হয়েই খেলছেন বিরাট। এ বার অধিনায়ক হিসাবে না খেললেও তাঁকে ১৫ কোটি টাকা দিয়ে রেখে দিয়েছে আরসিবি। কোহলী বলেন, "অন্য কোনও দলের হয়ে খেলার কথা ভাবতেই পারি না। যত দিন আইপিএল খেলব, আরসিবি-র হয়েই খেলব।

খেলাটাই আসল চাপ রাহুলের জানালেন মেন্টর গম্ভীর

এ বারের আইপিএল-এ লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে খেলবেন লোকেশ রাহুল। তাঁকে ১৭ কোটি টাকা দিয়ে নিয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। তবে সেই দামটা রাহুলের জন্য চাপ হবে না বলেই মত মেন্টর গৌতম গম্ভীরের। তবে চাপ একটা থাকবেই, সেটা খেলার চাপ, জানিয়ে দিলেন তিনি।গম্ভীর মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর এবং সাপোর্ট স্টাফদের কাজ হচ্ছে এমন পরিবেশ তৈরি করা যাতে রাহুল কখনও টাকার চাপ বোধ না করেন। গম্ভীর বলেন, "সাপোর্ট স্টাফদের কাজ হবে রাহুলকে চিন্তা মুক্ত রাখা। রাহুলের চাপ টাকা নয়, ভাল খেলা।" গম্ভীর জানিয়েছেন নিলামে এমন ক্রিকেটারদের তাঁরা নেবেন যাঁরা আইপিএল-কেই প্রাধান্য দেবেন।সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেন, "রাহুলকে অধিনায়ক করা নিয়ে খুব বেশি ভাবতে হয়নি। আমরা ওকে বলি এবং ও রাজি হয়ে যায়। ও খুব ঠাণ্ডা মাথার ছেলে। খুব বেশি জাহির করে না নিজেকে, আমিও এরকমই।" রবি বিষ্ণোইকে দলে নিয়েছে লখনউ। সঞ্জীব বলেন, "গম্ভীর বলেছিল এক জন এমন ক্রিকেটারকে নিতে যে জাতীয় দলে খেলেনি। রবি উইকেট নিতে পারে আবার ভাল ফিল্ডারও। এই দুইয়ের মেলবন্ধন খুব ভাল। সোমবারই দলের লোগো প্রকাশ করেছে লখনউ। পৌরাণিক পাখি গরুড়ের আদলে লোগো তৈরি করেছে তারা।

গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার লক্ষ্য নিয়ে এখন আর নামেন না রাফায়েল নাদাল

গত অগস্টে একটি ভিডিয়ো বার্তায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, ২০২১ সালে তিনি আর টেনিস কোর্টে নামতে পারবেন না। রাফায়েল নাদালের সমস্যাটা ছিল সেই একই, পায়ের চোট। ২০০৫ সাল, যখন তাঁর মাত্র ১৮ বছর বয়স এবং সবে একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলেছেন, তখন থেকে এই পায়ের চোট নাদালের সঙ্গী।১৭ বছর পরে এখনও নাদালের মূল সমস্যা সেটিই। আর ১৭ বছর পরেও এখনও সেই সমস্যা নিয়েই গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে চলেছেন তিনি। গত রবিবার রেকর্ড ২১টি খেতাব জিতে টপকে গিয়েছেন রজার ফেডেরার ও নোভাক জোকোভিচকে।২০০৫ সালে নাদালের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় রোলঁ গারোজে। তার আগে থেকে শারীরিক নানা সমস্যা ভুগিয়েছে নাদালকে। কখনও কনুই, কখনও গোড়ালি, পা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। হাঁটু, কব্জি, হ্যামস্ট্রিং, কোমর, অ্যাবডোমেন, অ্যাপনডিক্সের ছোট-খাটো সমস্যা তো ছিলই।যত বারই চোট ফিরে এসেছে, নাদালের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তিনি কিছু বলার আগেই সবাই জানতে চেয়েছেন, আর কত দিন? কেউ কেউ কিছু জানতে না চেয়েই বলে দিয়েছেন, নাদাল শেষ। প্রত্যেক বারই নাদাল ফিরে এসেছেন। সেরা সব খেলাগুলি বেরিয়ে এসেছে গ্র্যান্ড স্ল্যামে পাঁচ সেটের ম্যাচগুলিতে।শেষ যে প্রত্যাবর্তনটি রবিবার ঘটালেন, সেটি সম্ভবত তাঁর জীবনের সেরা। প্রথম কারণ, বয়স। ৩৫ বছরের নাদালকে আরও এক বার বাঁ পায়ের অসহ্য যন্ত্রণা কাটিয়ে ফিরতে হয়েছে। ১৭ বছরের চোটগ্রস্ত টেনিসজীবনে নাদালকে টানা পাঁচ মাস কোর্টের বাইরে আর এক বারই থাকতে হয়েছে। সেটি ছিল ২০১২ সালে। সে বার উইম্বলডনের পরেই নাদাল জানিয়ে দিয়েছিলেন, সেই বছর তাঁর পক্ষে আর খেলা সম্ভব নয়।এ বার নাদালের ফেরা বেশি কঠিন হওয়ার দ্বিতীয় কারণ, ডিসেম্বরে কোভিড সংক্রমণ। জানুয়ারিতে সুস্থ হওয়ার পরে নাদাল নিজেই জানিয়েছিলেন, "সব সময় প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছিল। জ্বর ছিল। এতটাই দুর্বল ছিলাম, টানা দু'দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি।" শেষ পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠে মেলবোর্নে এটিপি ২৫০ খেতাব এবং তার পরে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছেন। হার্ডকোর্টে ১০টি ম্যাচ খেলে তিনি অপরাজিত।এটিই যে তাঁর সেরা প্রত্যাবর্তন, নাদাল নিজেও অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতার পরে জানিয়েছেন। বলেছেন, "চোট, কোভিড-সহ সব পরিস্থিতি বিচার করলে বলতে পারি, এটাই সম্ভবত আমার টেনিসজীবনের সব থেকে বড় প্রত্যাবর্তন।কাছাকাছি থাকবে ২০১৩ সালের প্রত্যাবর্তন। ২০১২ সালের জুনে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে খেলার পর সে বার হাঁটুর মারাত্মক চোট সারিয়ে ফিরেছিলেন। ২০১৩ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অসুস্থতার জন্য খেলতে পারেননি। চিলির এটিপি ২৫০ প্রতিযোগিতার ফাইনালে হেরে যান। তারপর ফরাসি ওপেন জিতে নিয়েছিলেন। যতই চোট থাকুক, নাদালের ফরাসি ওপেন জেতাটা আর কোনও ঘটনা নয়। এ বারও দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামটা রোলঁ গারোজে খেলতে নামবেন ফেব্রুয়ারিতে তকমা নিয়েই। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তনটি ছিল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্রুত গতির হার্ড কোর্টে। যে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নাদাল সব থেকে কম সাফল্য (এর আগে মাত্র এক বারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন) পেয়েছেন।২০০৫ সালে নাদাল যখন প্রথম ফরাসি ওপেন জিতেছিলেন, তখনও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এবং স্বয়ং রাফার চিকিৎসক বলে দিয়েছিলেন, ক্লে কোর্টে সফল হলেও ঘাস বা হার্ড কোর্টে এই ছেলের পক্ষে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যে ভাবে বেস লাইনে গিয়ে কোর্টের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কভার করে এক একটা ফোর হ্যান্ড বা ব্যাক হ্যান্ড মারেন, সেটা মন্থর গতির কোর্টে সম্ভব হলেও অন্য জায়গায় এই ধরনের টেনিস ধোপে টিকবে না। কিন্তু সবার মুখ বন্ধ করে নাদাল তার পরে আরও ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। এর মধ্যে দু'বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ছাড়াও দু'টি উইম্বলডন এবং চারটি ইউএস ওপেন খেতাব রয়েছে।এই প্রত্যাবর্তনের অনেকটাই সম্ভব হয়েছে নাদালের এক সময়ের সতীর্থ এবং প্রাক্তন এক নম্বর কার্লোস মোয়া কোচ হিসেবে আসায়। মোয়া আসার আগে নাদালের কোচ ছিলেন কাকা টনি। কিন্তু মোয়া এসে সবার আগে নাদালের উপর থেকে 'ওয়ার্ক লোড' কমিয়ে দেন। সারা দিন জিম এবং অনুশীলনে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে ইতি টানেন মোয়া। নাদালের প্রতিযোগিতায় খেলার পরিমাণও কমিয়ে দেন তিনি।

রবিদের দাপট এনে দিতে পারে অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ আনন্দবাজার অনলাইনকে বললেন কোচ দেবাঙ্গ

কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাঁর বোলিং নজর কেড়েছে সকলের। বুধবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালেও তাঁকে এমন ছন্দেই চাইবে ভারতের অনূর্ধ ১৯ দল। ভারতীয় ক্রিকেটে বাঁহাতি পেসারের জায়গা তিনি নিতে পারেন কি না সেই নিয়েও শুরু হয়েছে আলোচনা। সেই রবি কুমারকে যিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন, সেই দেবাঙ্গ গাঁধী তরুণ পেসারের সাফল্যে খুশি। সেই সঙ্গে জানালেন কোথায় উন্নতি করলে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবেন রবি।আনন্দবাজার অনলাইনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেবাঙ্গ বলেন, "রবির ইনসুইং করানোর ক্ষমতা রয়েছে। ওর সব চেয়ে বড় অস্ত্রই হচ্ছে ডানহাতি ব্যাটারকে ইনসুইং বল করতে পারে। জোরে বল করতে পারে। এটাই সাফল্য এনে দিয়েছে ওকে।" গত বছর অগস্ট মাসে বাংলার অনূর্ধ ১৯ দলের কোচ দেবাঙ্গ যখন রবিকে দেখেন, সেই সময় শারীরিক ভাবে কিছুটা দুর্বল ছিলেন তিনি। তাঁর খাবারে প্রোটিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। দেবাঙ্গদের লক্ষ্য ছিল রবির ওজন এবং পেশীর শক্তি বাড়ানো। ভারতীয় অনূর্ধ ১৯ দলে যে রবিকে দেখা যাচ্ছে, তাঁর আর এই দুর্বলতা নেই। দেবাঙ্গের মতে এখন বেশ জোরে বল করছেন রবি।কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ অনূর্ধ ১৯ দলের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি উইকেটই নেন রবি। তাঁর লাইন এবং লেংথের প্রশংসা করেন দেবাঙ্গ। তবে সেই সঙ্গে রবির কোন জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন সেটাও বলছেন বাংলার অনূর্ধ ১৯ দলের কোচ। দেবাঙ্গ বলেন, "আমরা ওকে সাদা বলের ক্রিকেটে দেখেছি। এখনও লাল বলের ক্রিকেটে রবিকে খেলতে দেখিনি। সেটা দেখতে হবে। তবে শেষের দিকে অর্থাৎ ডেথ ওভারে ভাল বল করতে হবে। ও নতুন বলে উইকেট নিয়েছে। শেষের দিকে বোলিংয়ে একটু উন্নতি প্রয়োজন। তবে বিশ্বকাপে খেলতে গিয়ে সেই জায়গায় আগের থেকে কিছুটা উন্নতি রবি করেছে।তা হলে ভারতীয় দলেও কী এ বার দেখা যেতে পারে রবিকে? দেবাঙ্গ বলেন, "এত তাড়াতাড়ি এটা বলা কঠিন, তবে রবির সেই প্রতিভা রয়েছে। ওকে আরও পরিশ্রম করতে হবে। সবে অনূর্ধ ১৯ খেলেছে। বাংলা দলে যদি সুযোগ পায়, সেখানে ভাল পারফরম্যান্স করলে নিশ্চয়ই সুযোগ পাবে ভারতীয় দলে খেলার।"রবিদের ভারতের সামনে সেমিফাইনালের অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ ১৯। আর দু'টি ম্যাচ জিতলেই বিশ্বকাপ হাতে নেওয়ার সুযোগ যশ ঢুলদের সামনে। দেবাঙ্গ বলেন, "যে দাপটের সঙ্গে দলটা খেলছে তাতে আশা করাই যায়। বোলারদের দাপট ফের এক বার ছোটদের বিশ্বকাপ এনে দিতে পারে ভারতকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

প্রাক্তন অধ্যক্ষ্য প্রয়াত বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বিধানসভার বর্তমান অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। ছবি নিজস্ব।

কল্যাণপুর বিএসএনএল অফিসে দুস্কৃতিদের তাণ্ডব, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ ফেব্রুয়ারী।। কল্যাণপুর বিএসএনএল অফিসে দুস্কৃতিকারীদের তাণ্ডব।তদন্তে পুলিশ।'নৈশকালীন কারফিউ'-তেও থেমে নেই দুস্কৃতিকারীদের বাড়-বাড়ন্ত আস্ফালন। উল্লেখ্য, যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলছেন 'নেশামুক্ত ত্রিপুরা' গড়ার আর এইদিকে দিনের পর দিন নেশার কবলে যুক্ত হচ্ছে রাজ্যের বর্তমান যুব সমাজ। আর এই তীব্র নেশার কবলে আসক্ত হয়েই গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে একদল দুস্কৃতিকারী গাড়ি নিয়ে হামলা চালায় বিএসএনএল অফিসের মধ্যে। ভাঙচুর করা হয় বিএসএনএল অফিসের সাইনবোর্ড। পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয বিএসএনএল অফিসের মূল ফটক।

ঘটনা খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়ক লাগোয়া কল্যাণপুর বিএসএনএল অফিসে। যদিও রাজ্যের রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত থানার পুলিশ বাবুরা দিন দিন লাগামহীন শ্রী-বৃদ্ধি তীব্র নেশার কবল থেকে বর্তমান যুব-সমাজকে রক্ষা করতে এক প্রকার ব্যর্থ পর্যায়ে উপনীত বলা চলে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতোই বিএসএনএল অফিসের কর্মচারীরা কাজ সেরে গতকাল মঙ্গলবার বিকাল নাগাদ অফিস বন্ধ করে চলে যায়। কিন্তু গভীর রাতেই হঠাৎ একদল দুস্কৃতিকারী গাড়ি নিয়ে তীব্র মাদকা শক্তিতে আসক্ত হয়ে কল্যাণপুর বিএসএনএল অফিসের মধ্যে অতর্কিতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয় বিএসএনএল অফিসের মূল ফটক সহ অফিসের সাইনবোর্ড।

পাশাপাশি অফিসের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য গ্লাসের টুকরো সহ বিলেতি মদের বোতল। আর আজ যখন সময় মোতাবেক 'ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের' অফিসের অন্যান্য কর্মচারীরা অফিস খুলতে অফিসে হাজির হয় তখনই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এক প্রকার ভিরমী খেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই বিএসএনএল অফিসের মধ্যে রাতের আধারে ঘটে যাওয়া এই পুরো ঘটনাটি নিয়ে যাওয়া হয় অফিসের উর্দতন কর্তৃপক্ষের গোচরে। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় কল্যাণপুর থানার পুলিশ বাবুদের। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থানার রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত পুলিশ বাবুরা ঘটনাস্থলে এসে পরিদর্শন করে উক্ত ঘটনার আসল রহস্য উন্মোচনে তদন্ত শুরু করেন।

তবে এখন মূলতঃ এটাই দেখার বিষয় যে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাথে জড়িত আদৌও কোন দুস্কৃতী"কে পুলিশ বাবুরা জালে তুলতে সক্ষম হয় কি না ! এইদিকে আবার বুদ্ধিজীবী মহলে যেই প্রশ্নটি বারংবার উঁকি দিচ্ছে, বর্তমানে গোটা রাজ্যেই যদি করোণা অতিমারির দরুন নৈশকালীন তথা নাইট কারফিউ জারি ও পুলিশি টহলদারি থেকে থাকে, তাহলে রাতভর পুলিশের টহলদারি জারি থাকা সত্ত্বেও খাঁকি বরণীয় উর্দিধারী"র নাকের ডগা দিয়েই রাতের আধারে একদল দুস্কৃতিকারী ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের অফিসে কিভাবে হামলা চালায় ? পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে রীতিমতো একরাশ প্রশ্ন।

রক্তদানের সাথে চক্ষুদান ও দেহদানে এগিয়ে আসার আহ্বান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। রক্তদানের সাথে চক্ষুদান ও দেহদানে এগিয়ে আসার ডাক দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার ধলেশ্বর সিপিআইএম পূর্ব অঞ্চল কমিটির অফিস গৃহে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে অর্ধশতাধিক যুবক-যুবতী সহ অন্যান্যরা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। রক্তদান শিবির এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, রক্তদান প্রত্যেকের সামাজিক দায়িত্ব। রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের ঘাটতি রয়েছে। তাতে মুমূর্ষ রোগীদের চিকিৎসার পরিসেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেজন্যই দায়িত্বশীল প্রত্যেক নাগরিককে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার যারা রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলের নেতা বলেন শুধুমাত্র রক্তদান করলেই চলবে না। মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদানে এগিয়ে আসতে হবে। বিগত সরকারের আমলে মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদানে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা তেমনটা সফল হয়নি। বর্তমান সরকারকে মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদানে এগিয়ে আসার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

কল্যাণপুরে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করল দুষ্কৃতকারী, থানার দ্বারস্থ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। দুস্কৃতিকারীরা রাতের আধারে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিল কৃষকের। অবশেষে থানার দ্বারস্থ কৃষক। উল্লেখ্য, রাজ্যে রাতের আধারে দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণের থাবা যেন কোন পদেই থেমে নেই। এইবার দুষ্কৃতিকারীদের বাড়-বাড়ন্ত আক্রমণে অতিষ্ঠ ও সর্ব-স্বান্ত হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে গরিব অংশের ভূমিপুত্র কৃষককুল পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, গতকাল শীতের গভীর রাতে স্থানীয় এলাকার দুষ্কৃতীকারী কল্যাণপুর থানাধীন দক্ষিণ ঘিলাতলী'র ছনখলা গ্রামীণ এলাকার এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের ৪ গন্ডা জমির সবুজ ফসল কেটে ফেলে নষ্ট করে দেয়। জানা গেছে, এই ৪ ঘণ্টা বিশাল সবুজ জমিতে রয়েছিল ফুল কপি সহ লাউ ক্ষেতের অবাধ বিচরণ।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিক ভাবে ২০ হাজার টাকা হবে বলে মনে করা হচ্ছে সর্ব-স্বান্ত কৃষক পরিবার সূত্রে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল কল্যাণপুর ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ ঘিলাতলী'র ছনখলা গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় বসবাসকারী কৃষক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস তাদের জমিতে সবুজ ফসল ভালো করে উৎপাদনের জন্য জমিতে জল দেওয়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করা শুরু করে। সবুজ জমি থেকে সকল সবুজ ফসল ফুল কপি ও লাউ কেটে জমির আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে বলে অভিযোগ।

সকালে যখন কৃষক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস অন্যান্য দিনের মতোই আবার জমিতে দেখা শোনা ও তদারকি করতে আসে তখনই কৃষকের চোখে পড়ে জমির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা সবুজ ফসলের এই বেহাল অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গেই কৃষক চিৎকার ও আর্তনাদে জমিতে লুটিয়ে পড়ে। দৌড়ে ছুটে আসে পার্শবর্তী স্থানীয়রা। জানা গেছে, পাকা ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২০ হাজার টাকা হবে। পরবর্তীতে উক্ত ঘটনার জন্য দুষ্কৃতিকারী"র হামলার দরুন সর্বস্বান্ত হওয়া কৃষক পরিবারটি দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে থানায় দ্বারস্থ হয়। পরবর্তীতে থানার পুলিশ বাবুরা উক্ত ঘটনার জের ধরেই এই বর্বরোচিত ঘটনার তদন্ত শুরু করে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে। এই রকম বাড়-বাড়ন্ত আস্ফালনের জেরে এক প্রকার ক্ষোভের পরিস্থিতি বিরাজ করছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহল সহ সকল সাধারণ মানুষদের মধ্যেই।।

লকআপ থেকে পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ ফেব্রুয়ারী।। দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজির পর বগাফা এলাকাথেকে পলাতক যুবককে আটক করলো বাইখোড়া থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরবনে জানাযায় রবিবার বাইখোড়া বাজার থেকে নেশাসামগ্রী সহ থৈলেন্দ্র রিয়াং (২১) নামে এক যুবককে আটক করলো বাইখোড়া থানার পুলিশ।

জানাযায় থৈলেন্দ্র রিয়াং শান্তির বাজার মহকুমার বগাফার গনিচন্দ্র পাড়ার বাসিন্দা অমরজয় রিয়াং এর পুত্র। রবিবার বাইখোড়া বাজার থেকে নেশাসামগ্রী সহ আটককরার পর সোমবার বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে প্রেরনের পর তিনদিন পুলিশ রিমান্ডে বাইখোড়া থানায় নিয়ে আসাহয়। অভিযুক্ত আসামী সোমবার রাত্রি বেলায় থানার লকাপে থাকার পর মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক ৭ টা ৩০ মিনিট নাগাদ লকাপের শিলিং ভেঙ্গে পালিয়েযায় বলে সুত্রের খবর। ঘটনার পরবর্তী সময় শান্তির বাজার মহকুমার বগাফা এলাকাথেকে মঙ্গলবার রাত্রিবেলায় পলাতক যুবককে আটক করতে সক্ষম হলো বাইখোড়া থানার পুলিশ।

মান্দাইয়ে আইপিএফটি ও তিপরা মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক দল বিজেপির রাজ্যের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এজন্য জনজাতীয় অংশের নেতাদের ওপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় রাজ্যের শাসক দল বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়েছে।

মান্দাইয়ে বিজেপির মন্ডল অফিসের সামনে এক যোগদান সভায় বেশকিছু পরিবার আইপিএফটি এবং তিপরা মথা ছেড়ে বিজেপির পতাকা তলে সামিল হয়েছেন। আইপিএফটি থেকে ৬ পরিবারের ৩২জন সদস্য এবং তিপরা মথা থেকে ৭ পরিবারের ৩০ জন সদস্য বিজেপি দলের পতাকা তলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা হংস কুমার ত্রিপুরা এবং মন্ডল সভাপতি অভিজিৎ দেববর্মা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হংস কুমার ত্রিপুরা বলেন, ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়নে বর্তমান সরকার আন্তরিক ভাবে কাজ করে চলেছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়ী করার লক্ষ্যে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আইসিএআরের সামনে নয়দিন ধরে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। লেম্বু ছড়ায় অবস্থিত আইসিএআরের অফিসের সামনে গত নয় দিন ধরে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন অস্থায়ী কর্মীরা। তাদের মধ্যে অনেকেই কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে এখানে কাজ করে চলেছেন। তাদেরকে নিয়মিত করার পরিবর্তে বেসরকারি থেকে তাদের অধীনে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তাতে দীর্ঘ বছরের পর বছর কাজ করে আসা বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সে কারণেই তাদেরকে নিয়মিত করার দাবিতে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন অনিয়মিত কর্মীরা। তারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন বেসরকারি থেকে তাদের অধীনে তারা কাজ করবেন না। যেহেতু বছরের পর বছর ধরে তারা ও নিয়মিত কর্মী হিসেবে আই সি এ আর এ কাজ করে চলেছেন সেহেতু তাদেরকে অবিলম্বে নিয়মিত করতে হবে। তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। যতদিন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হবে ততদিন পর্যন্ত তারা কর্মবিরতিসহ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

লরি থেকে ব্যাটারি চুরি, থানায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ ফেব্রুয়ারী।। চড়িলাম বনকুমারি এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরি থেকে ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। জানা গেছে, লরি চালক বাবুল দেবনাথ গতকাল রাতে গাড়িতে জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড় করিয়ে বাড়িতে চলে যান। বুধবার সকালে এসে লক্ষ্য করেন গাড়ি থেকে ব্যাটারি চুরি করে দিয়ে গেছে চোরেরা। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মাথায় বাজ পরার উপক্রম। তিনি বিষয়টি বিশালগড় থানার পুলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, রাস্তার পাশে বহু যানবাহন প্রতিনিয়ত দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এভাবে ব্যাটারি চুরি করে দিয়ে গেলে যানবাহনের মালিক এবং চালকরা আরো অসহায় হয়ে পড়বেন বলে তারা জানিয়েছেন। চোরচক্রকে পাকড়াও করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের কাছে তারা দাবি জানিয়েছেন।

নেশা সামগ্রী সহ উদয়পুরে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ ফেব্রুয়ারী।। নেশা সর্বনাশা। যুব সমাজ তথা ত্রিপুরাকে নেশা মুক্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঘোষণা করলেও, অলিতে গলিতে নেশা জাতীয় দ্রব্য অবাধে বিক্রি হচ্ছে। প্রায় পরিবারের যুব সমাজ নেশায় জড়িয়ে পারিবারিক কলহ, চুরি ,স্ত্রীর-মা -বাবার উপর অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবাধে পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে শুরু করে সিকি আধুলি স্তরের নেতৃত্ব হাপ্তার বিনিময়ে নেশা কারবারিদের হোম ডেলিভারি দিতে সাহায্য করছে। পুলিশ গ্রেফতার করলেও হাপ্তার বিনিময়ে এক রাত্রি হাজতে থেকে পরের দিন বা ঐ রাতেই থানা থেকে ছোটে আসে। এই ধরনের একটি নেশা কারবারি নেশার সামগ্রী বিক্রি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক। আটক নেশা কারবারির কাছ থেকে নেশার ট্যাবলেট পাওয়া যায়। ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত পশ্চিম খিলপাড়া আটি পাড়া সংলগ্ন মির্দ্যাপাড়া এলাকায়। নেশার সামগ্রী বিক্রি করতে গিয়ে গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে শালগড়া গোলমুড়া এলাকার যুবক আজিত মিয়া ,বয়স ২৫ বৎসর। খিলপাড়া আটি পাড়া এলাকার গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত অজিত মিঞাকে আটক করে উত্তম মধ্যম গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনায় অভিযুক্ত আজিত মিয়া কে আর কে পুর থানায় নিয়ে পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। অভিযুক্ত সাথে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তা তদন্ত শুরু করছে রাধা কিশোরপুর থানা। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নেশা কারবারিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহল ও এলাকার মহিলাদের পক্ষ থেকে।

মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসা পরিষেবায় সহযোগিতার হাত বাড়ালেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ ফেব্রুয়ারি।। বরাবরের মতোই বর্তমানে রাজ্যের জোট বিজেপি সরকার উন্নয়নমুখী'র পাশাপাশি সাধারণ গরিব অংশের মানুষের পাশে সুখে দুঃখে সর্বদাই রয়েছে। আর মাত্র এই ৪৮ মাসের মধ্যেই যে রাজ্যের জোট বিজেপি সরকার গোটা রাজ্যের মধ্যে সাধারণ মানুষের মন জয় করে নিতে পেরেছে তাতে কোনো অবকাশ নেই বললেই চলে।

আজ বুধবার সকাল আনুমানিক ১০ টা নাগাদ ২৭-কল্যাণপুর প্রমোদনগরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী স্থানীয় বিজেপি নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ছুটে যায় স্থানীয় কল্যাণপুরের মুক্ত চন্দ্র পাড়া এলাকার এক দরিদ্র নিপীড়িত অসুস্থ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে। জানা গেছে তথাকথিত দীর্ঘদিন ধরেই গৃহবন্দী অসুস্থবস্থায় দিন কাটিয়ে চলা ব্যক্তির নাম সাবেন্দ্র দেববর্মা। বয়স আনুমানিক ৪২ বছর। বাড়ি মুক্ত চন্দ্র পাড়া এলাকায়। বিবরণে প্রকাশ, রাজ্য নেতৃত্ব তথা ব্লক চেয়ারম্যান সাবেন্দ্র দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরেই নিজ বাড়িতে এক কঠিনতর রোগে আক্রান্ত হয়ে গৃহবন্দী অবস্থায় দিন গুজরান করে চলেছে। যদিও এইদিকে বহুবার চিকিৎসকের পরামর্শে আসলেও কঠিনতর রোগ নিরাময়ের সমস্যা সমাধানের কোন পথই বার করতে সচেষ্ট হয় নি সাবেন্দ্র দেববর্মা'র পরিবার। কারণ এই কঠিনতর রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে সাধারণত একটি অপারেশনের প্রয়োজন ছিল।

আজ পরিবারটির আর্থিক অবস্থা আর ৫ টি সাধারণ মানুষের থেকেও বে-গতিক হওয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ এক প্রকার বেহদিশ ও গৃহবন্দি অবস্থায় পড়ে দিন গুজরান করে চলছে। আর এই হৃদয় বিদারক খবরটি স্থানীয় বিধায়কের কানে পৌঁছানো মাত্রেই আজ বুধবার ২৭ কল্যাণপুর প্রমোদনগরের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী তড়িঘড়ি করে দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে ছুটে যান দরিদ্র রোগাক্রান্ত সাবেন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে খোঁজ খবর নিতে। যদিও দীর্ঘক্ষণ বাড়িতে বসে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী সাবেন্দ্র দেববর্মা ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের সাথে বিধায়কের কথালাপ চলে। অবশেষে তথাকথিত দরিদ্র পরিবারটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জি বি হাসপাতালে এগারো বছরের কিশোরীর সফল ব্রঙ্কোস্কোপি সার্জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল একের পর এক জটিল ও সফল অস্ত্রোপচারে রাজ্যের মানুষের ভরসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুমুখ থেকে এগারো বছরের কিশোরীকে ফিরিয়ে এনেছেন ইএনটি বিভাগের চিকিৎসকগণ। এই সাফল্যে আনন্দিত কিশোরীর পরিবার পরিজন। চিকিৎসকগণ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এখন।

ধলাইয়ের সালেমার বাসিন্দা এগারো বছরের নিষু দেববর্মার ফুসফুসে তেঁতুলের বিচি আটকে যায়। ৩০ জানুয়ারি তাকে কুলাইয়ে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে প্রাথমিকভাবে ট্র্যাকোস্টমি অপারেশন করা হয়। তাকে ৩১ জানুয়ারি জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ইএন টি বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় তার ফুসফুসের ভেতর শ্বাসনালীর শাখাতে তেঁতুলের বিচি আটকে থেকে ডান ফুসফুস প্রায় অকেজো হয়ে গেছে। চিকিৎসকরা তৎক্ষণাৎ এই ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন।

গত এক ফেব্রুয়ারি এই ব্রঙ্কোস্কোপি সার্জারি করেন জিবিপি হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ বিপ্লব নাথসহ মেডিক্যাল টিম। প্রায় দেড় ঘন্টার এই জটিল অপারেশন টিমে সঙ্গে ছিলেন ডাঃ শংকর সরকার, ডাঃ ভূপেন্দ্র দেববর্মা,ডাঃ সুতপা ভট্টাচার্য, ডাঃ শতাব্দী দাস, অ্যানেসথেসিওলজিস্ট ডাঃ ভাস্কর মজুমদার সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ। জিবিপি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই অপারেশন করা হয়। সফল অস্ত্রোপচার শেষে কিশোরীর অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ এবং শিবপাল যাদবের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিল না কংগ্রেস

লখনউ, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট না হলেও অখিলেশের দলকে বার্তা দিতে চাইল কংগ্রেস। সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব এবং যাদব পরিবারের সদস্য শিবপাল যাদবের বিরুদ্ধে কোনও প্রার্থী দিল না কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, অখিলেশকে ভোট পরবর্তী জোটের বার্তা দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস শিবির।

অখিলেশ যাদব এই প্রথমবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় লড়বেন। মুলায়ম সিং যাদবের ঘরের মাঠ মৈনপুরির কারহাল কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন তিনি। কংগ্রেস প্রথমে ওই কেন্দ্র থেকে দলের রাজ্য মহিলা মোর্চার এক নেত্রীকে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তিনি মনোনয়ন দেননি। একইভাবে এটোয়ার যশবন্ত নগরে কংগ্রেসের কোনও প্রার্থী নেই। ওই কেন্দ্র থেকে লড়ছেন অখিলেশ যাদবের কাকা তথা সমাজবাদী প্রগতিশীল মোর্চার নেতা শিবপাল সিং যাদব। কংগ্রেস এই দুই নেতার বিরুদ্ধে প্রার্থী না দিলেও মায়াবতীর বিএসপি কিন্তু দুই কেন্দ্রেই দলিত প্রার্থী দিয়েছে। কংগ্রেসের তরফে বলা হয়েছে, এটা নেহাতই সৌজন্য। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে আমেঠি-রায়বরেলিতে রাহুল এবং সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয়নি সমাজবাদী পার্টি। সেকারণেই অখিলেশদের বিরুদ্ধে দল প্রার্থী দিচ্ছে না।

রেলের চাকরী পরীক্ষা নিয়ে চলমান আন্দোলনের সমর্থনে বুধবার আগরতলায় এআইইওয়াএসসি এর বিক্ষোভ প্রদর্শন। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।